আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার নবনবতিতম গ্রন্থ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বৈশাখ—১৩৩১
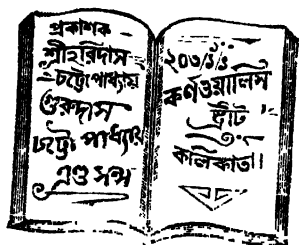
প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকা ·।

তাহাকে

সে জানে এ কাহার লীলা,

তাহাকেই—

মুগ্ধ

গ্রন্থকার

গরীব

প্রথম পরিচ্ছেদ

একটু আগে সন্ধ্যা হইয়াছে।

পাড়াগাঁয়ের রাস্তা, লোক চলাচল ইতিমধ্যেই কমিয়া আসিয়াছে। বন্য শৃগাল, শূকর প্রভৃতি জন্তু সমূহ নির্ভয়ে বন হইতে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, হঠাৎ অনেক-গুলা লোক খুব হৈ চৈ করিতে করিতে বড় রাস্তাটায় বাহির হইয়া পড়িল। তাহাদের সঙ্গে গোটা চারেক হ্যারিকেন লণ্ঠন ছিল, তাহার আলোক দুই পার্শ্বে বন-বেষ্টিত অন্ধকার পথটিকে আলোকিত করিয়া তুলিল।

সেই আলোকেই দেখা গেল, গোটা দুই ষণ্ডামার্ক লোক একটা বছর পনেরো-ষোলর মেয়েকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিতেছে; মেয়েটি মধ্যে মধ্যে বসিয়া পড়িয়া, জোর দেখাইয়া মুক্তির বৃথা চেষ্টা পাইতেছিল. লোকগুলা তাহাতেই নানা অশ্লীল ভাষার দ্বারা মেয়েটিকে লাঞ্ছনা করিতে সুযোগ পাইতেছে।

মেয়েটা—চোর!

টানিতে টানিতে তাহারা জমিদার বাড়ীর দেউড়ীতে উপস্থিত করিল। দ্বারবান দ্বারে বসিয়া হুঁকায় তামাক খাইতেছিল, হুঁকাটা হাতে লইয়া, দাঁড়াইয়া ভিড় লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসিল—কি রে ছোঁড়ারা সব, হয়েছে কি?

একটা লোক ভিড় ঠেলিয়া সকলের আগে আসিয়া খুব জোরের সহিত বলিল—অক্ষয় দাদা! চোর ধরেছি আজ!

অক্ষয় ঘোষ গ্রামেরই লোক, লাঠি খেলায় নামজাদা ওস্তাদ বলিয়া নবীন-জমিদার অমলাঙ্গ তাহাকে বড় দরোয়ানীতে নিযুক্ত করিয়াছে। চোরের নাম শুনিয়া অক্ষয় ঘোষ হুঁকা নামাইয়া, ভিড়ের কাছ ঘেঁসিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। ছোট খাট মকদ্দমাগুলির তিনিই বিচারক, জমিদার পর্য্যন্ত সেগুলা পৌছায় না, জমিদারও যে তাহা না জানেন, এমন নয়, তবে যে গরু দুধ দেয়, তাহার চাট্ সহিতে গায়ে লাগে না,—জমিদারও অক্ষয়ের উপরি পাওনায় নজর দিতেন না, কারণ সে লোক হইতে নানা উপায়েই অর্থাগম হইয়া থাকে।

কি চোর রে?

সে কি দাদা, এরই মধ্যে ভুলে গেলে! সারা পাড়াটার লোক অস্থির হয়ে উঠেছিল, তোমাকেও ত ক'দিন বল্লুম দাদা, তুমিই বল্লে…

অক্ষয় ঘোষ পূর্ব্ব কথা মনে করিয়া লইয়া বলিলেন—চোরটা কে রে? চেনা?

দেখ না দাদা, বলিয়া সেই লোকটা অক্ষয় ঘোষের সামনের ভিড় দু' হাতে সরাইয়া দিতে লাগিল।

মেয়েটা বসিয়া পড়িয়াছিল, অক্ষয় ডিঙ্গি মারিয়া তাহাকে দেখিয়া বলিল—হরের বোন্ দাসী না?

সে লোকটা বলিল—হ্যাঁ।

অক্ষয় ঘোষ মেয়েটাকে সম্বোধন করিয়া গুরু-গম্ভীর-কণ্ঠে কহিল—কি রে ছুঁড়ি, চুরী করিস্?

মেয়েটা উত্তর ত দিলই না, দুইটা ঝাপটা দিয়া আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল।

আর একটা লোক, যে মেয়েটাকে সবলে ধরিয়া রাখিয়াছিল, বলিল—দেখ্‌ছ সর্দার, দেখছ হারামজাদীর জোর ফলানো দেখ্‌ছ!

ভিড়ের মধ্য হইতে আর একটা লোক বলিল—দে না দু' ঘা, চুপ করে' পড়ে থাক।

নিতাই তেয়ারীর ঘর হইতে বাসন, বালিস, চাল চুরি হইয়াছিল; সেই বাসন আবার এই চোর মেয়েটা কর্ত্তৃক বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল, নিতাই রাগে ফুলিতেছিল, অক্ষয় ঘোষকে সেই 'দাদা' সম্বোধন করিয়া গোড়াতেই আগাইয়া আসিয়াছিল, বলিল—বাবু বাইরে এসেছেন, দাদা?

অক্ষয় সে কথার উত্তর না দিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—কাণ মলে ছেড়ে দে!

নিতাই আস্ফালন করিয়া বলিল—ও-কথা বল না দাদা! হারামজাদি এমন বাড়ী নেই যেখানে না চুরি করেছে। পাড়ার লোকের তেষ্টান দায় হয়েছে।

অক্ষয় বলিল—জমিদার তোদেরই বল্‌বে, মদ্দ মদ্দ মিন্‌সে তোরা ছুঁড়িটাকে সায়েস্তা করতে পারিস নে। লজ্জায় তোদেরই মুখ ছোট হ'বে।

নিতাই কথাটা বুঝিল, এ কথা তাহাদের মনেই হয় নাই। নিতাই মাথা চুলকাইয়া অনুচরদের দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিতে লাগিল।

ছিরু ঝাঁঝের সহিত বলিল—জমিদারের কাছে নালিশ করব, লজ্জা কিসের?...

তাহার বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই দেউড়ীর ছাদের উপর মনুষ্য-মূর্ত্তি কথা কহিয়া উঠিল—গোল কিসের এত অক্ষয়?

অক্ষয় ঘোষ—যাচ্ছি বাবু—বলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে জনতাও দেউড়ীতে প্রবেশ করিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসামী ফরিয়াদির তলব পড়িল। বদমায়েস ছুঁড়ীটাকে হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে জেলে পাড়ার বীরদল কাছারিতে ঢুকিল।

জমিদার কিশোর বয়স্ক, যুবক বলিলে বাড়াইয়া বলা

হয়। তবে বয়সের অনুপাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দীর্ঘ ও স্থূল, সাধারণের যুবক বলিয়া ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়, তবে আমরা জানি, অমলাঙ্গ এখনও ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম করেন নাই।

প্রশস্ত কক্ষের মধ্যস্থলে সেক্রেটেরিয়েট টেবিল পাতা, তাহার চারিদিকে চারখানি গদি-মোড়া চেয়ার, এক-খানিতে তরুণ বয়স্ক জমিদার' উপবিষ্ট; টেবিলের উপর রাইটিং কেস, দুইটা ফাউণ্টেন পেন্, মেমের মুখাঙ্কিত সিগারেট কেস্, একখানি ছাই-দান, একটি ভলক্যানো দেশলাই পড়িয়া। ওধারে একখানি তক্তাপোষে বসিয়া বৃদ্ধ সরকার রাজীবলোচন চশমা চক্ষে 'বঙ্গবাসী' পাঠে তন্ময়।

নিতাই সদলবলে ঘরে ঢুকিয়া মাটিতে মাথা নামাইয়া নমস্কার করিল। তারপর বিনীতকণ্ঠে তাহার বক্তব্য বলিয়া গেল। বক্তব্যের মর্ম এইরূপ :—

কিছুদিন হইতে তাহাদের পাড়ার ঘরে ঘরে চুরি হইতেছে। আজ ইহার বাসন, কাল উহার জাল, পশু আর একজনের চাল ডাল নিত্যই একটা না একটা কিছু ঘটিতেছিলই। তাহারা বহুদিন যাবত চোরের সন্ধানে লাগিয়া থাকা সত্বেও চোর ধরিতে সক্ষম হয় নাই; কাল তাহার বাসন চুরি গিয়াছিল, আজ পরাণ মণ্ডলের স্ত্রীকে ঘাটে সেই বাসন মাজিতে দেখিয়া নিতাইয়ের স্ত্রী ধরিয়া

ফেলিয়াছে। পরাণ মণ্ডলের স্ত্রী ছুঁড়ীর নাম করিয়া বলিয়াছে, সে-ই বিক্রয় করিয়া গিয়াছে। পরাণের স্ত্রী সাত পাঁচ ভাল-মন্দ কিছুই জানে না, দাম দিয়া জিনিষ কিনিয়াছে। নিধিরামের স্ত্রী যে ঐ ছুঁড়ীর নিকট হইতে বালিশ, পাথর ইত্যাদি দ্রব্য ইতিপূর্বেই ক্রয় করিয়াছে, পরাণের স্ত্রী তাহাও বলিয়াছে। নিধির স্ত্রীও ইহা স্বীকার করিয়াছে, চোবাই মালও দেখাইয়াছে।

নিতাই উপসংহার করিল, এইরূপ :—

হুজুর, এখনও যদি উহার উচিৎ মত সাজা না হয় পরে গ্রামে মানুষকে আর বাস করিতে দিবে না, আর কালে একজন ডাকাত হইয়া উঠিবে!

নিতাই বক্তব্য শেষ করিয়া গুম্ হইয়া বসিল।

অমলাঙ্গ চৌর্য্যাপরাধে ধৃত বালিকার মুখের পানে চাহিয়া কহিল—ও বলে কি!

নিতাই সরোষে কহিল—কি আর বল্‌বে হুজুর! বলে কিছু জানে না! সব বদমায়েসি হুজুর! যেমন মা ছিল ওর, তেমনিই মেয়ে হয়েছে হুজুর। মা বেটি বুড়ো বয়েস অবধি কম চলান্‌টা চলায় নি ত, সেই লোকের মেয়ে ত…

আসামীর পরিচয় অমলাঙ্গ অবগত ছিল না, জিজ্ঞাসিল কার মেয়ে ও?

মতি জেলেনীর মেয়ে হুজুর!

বাপের নাম কি ?

ছবেচ্ছর, হুজুর।

অমলাঙ্গ সর্বেশ্বর রাজবংশীকে চিনিত, জমিদার বাড়ীর ভাউলের সে'ও একজন মাঝি ছিল; লোকটা শেষ বয়সে ভারি দুঃখ পাইয়া মরিয়াছিল, অমলাঙ্গ শুনিয়াছিল। চোর মেয়েটা তাহারই কন্যা শুনিয়া অমলাঙ্গর মনটি অকস্মাৎ করুণায় ভরিয়া গেল।

নিতাই গড় গড় করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, সব্বনেশে মেয়ে হুজুর, সব্বনেশে মেয়ে! ওর অসাধ্যি কম্মো নেই, সব পারে ও।

অমলাঙ্গ জিজ্ঞাসিল—তোর নাম কি রে ?

মেয়েটা ডব্ ডবে দুইটা চোখ তুলিয়া একবার চাহিল বটে, কিন্তু কথা বলিল না।

নিতাই বলিল—দাসী ওর নাম বাবু!

মেয়েটা আর একবার কটমট্ করিয়া চাহিল।

অমলাঙ্গ জিজ্ঞাসিল—নিতাই যা বল্লে, শুনেছিস্ ত ?

মেয়েটা আবার চাহিল, চোখ দুটিতে যেন আগুন পুরিয়া রাখিয়াছে—চাহিতেই খানিক ঝরিয়া পড়িল।

অমলাঙ্গ বলিল—শুনিছিস কি-না বল!

শুনিছি।

চুরী করিছিস্ ?

করিছি!

ঘরসুদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া গেল; সারা পথ ঝগড়া করিতে করিতে আসিয়াছে, চুরি করে নাই বলিয়াছে, লোককে আঁচড়াইয়াছে, কামড়াইয়াছে, মারও খাইয়াছে, তবুও সত্য বলে নাই। আর আশ্চর্য্য এখানে এক কথায় কবুল করিল।

যাহারা খাম-খেয়ালী জমিদারের হাতে ছুঁড়ীর নির্য্যাতন দেখিতেই শত কর্ম্ম ফেলিয়া ভিড় করিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের উৎসাহ যে কতখানি কমিয়া গেল, বলা যায় না!

নিতাইও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। এত বড় কাণ্ডটা ফুৎকারে নিবিয়া যায় দেখিয়া, কিঞ্চিৎ রসান দিতেই বলিল—গারদে না রাখ্‌লে সায়েস্তা হবে না বাবু!

দাসী তাহার প্রকাণ্ড নেত্রদ্বয় তুলিয়া নিতাইকে দেখিয়া লইল; রাগে সে ফুলিতেছিল। ঠোঁট দুইটা তাহার ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

অমলাঙ্গ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কড়া জমিদার বলিয়া তাহার খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল। সকলেই তাহাকে তাহার স্বর্গীয় পিতামহের তুল্য-মূল্য জমিদার বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। তাঁহার আমলে বাঘে-গরুতে জল খাইয়াছিল, গ্রামের লোকের ইহা শোনা কথা, ইহাঁর আমলে সেই-অদ্ভুত দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে বলিয়া অনেকেই আশা করিতেছিল। সব সত্য, কেবল ইহা

সত্য নহে যে অমলাঙ্গের দৃঢ়চিত্ততা নারীর-বেলায়ও অক্ষুণ্ণ থাকিত।

অমলাঙ্গ সিগারেট কেস্ খুলিয়া একটি সিগারেট বাহির করিল, সেটিতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া খুব জোরে জোরে গোটা কত টান দিয়া, বলিল—চুরি করিস্ কেন রে দাসী ?

দাসী চক্ষু তুলিল, তবে কথা বলিল না।

অমলাঙ্গ ভ্রূ-ভঙ্গি করিয়া বলিল—হঁ্যা !

দাসী এইবার কথা কহিল, গোঁ হইয়া বলিল—খেতে পাইনে যে !

শুনছেন বাবু, শুনছেন কথা...

অমলাঙ্গ তাহাদের থামিতে বলিয়া, করুণস্বরে কহিল—খেতে পাস্ নে বলে চুরি করবি ?

নইলে কি খাব ?

খেটে খাবি ?

কেউ কাজ দেয় না।

অমলাঙ্গ মেয়েটার সাহসের প্রশংসা করিল মনে-মনে ; প্রকাশ্যে বলিল—কাজ করতে চেষ্টা করিছিলি ?

হুঁ।

কোথায় ?

ওঁর বাড়ী।—বলিয়া দাসী নিতাইকে দেখাইয়া দিল।

অমলাঙ্গ জিজ্ঞাসিল—তার পর ?

দাসী ঝট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, বলে…

তাহাকে থামিতে দেখিয়া অমলাঙ্গর কৌতুহল বৃদ্ধি পাইল ; বলিল—বল্ !

মারবে !

নিতাই প্রতিবাদ করিতেই দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, জমিদার তাহাকে বসিতে বলিল।

দাসীকে অভয় দিয়া বলিল—বল্ !

দাসী নীচু মুখ আরো নীচু করিয়া বলিল—আমি বল্‌বো না।

অমলাঙ্গ একমুহূর্ত্ত কি ভাবিল, তারপর ডাকিল—অক্ষয় !

অক্ষয় দ্বার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল, ভিতরে ঢুকিতেই অমলাঙ্গ বলিল—সবাইকে বাইরে নিয়ে যাও, যতক্ষণ না ডাক্‌ব, কেউ আসবে না।

বিনা লাঠিতে অক্ষয় ঘোষ এক তিল থাকিত না, এক-পা চলিত না ; লাঠিটার মৃদু আঘাত দিয়া বলিল—চল্ রে চল্ সব !

সকলেই উঠিয়া পড়িল, হুড় হুড় করিয়া বাহির হইয়া গেল ; কেবল নিতাই বলির পশুর মত এক পাশে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে ছিল ; অক্ষয় ঘোষ প্রভুর পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—নিতাই থাক্‌বে হুজুর !

কেউ না !

চ' রে !—বিহ্বল নিতাইয়ের হাতটা ধরিয়া টান দিতে হইল।

বৃদ্ধ সরকার মহাশয় বঙ্গবাসীখানি চৌকীর উপর ফেলিয়া, তদুপরি চশমাখানি রক্ষা করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

অমলাঙ্গ বলিল—আমার কাছে আয় দাসী!

দাসী নির্ভয়ে আসিয়া, জমিঁদারের টেবিলের পার্শ্বে দাঁড়াইল।

অমলাঙ্গ একবার একদৃষ্টিতে দাসীর আপাদ মস্তক দেখিয়া লইল, তার পর বলিল—নিতাই কি বলেছিল রে!

সে খারাপ কথা, তোমার কাছে আমি বল্‌তে পারব না।

বোধ করি এই প্রথম, অমলাঙ্গকে কোন প্রজা তুমি, তোমার বলিয়া অভিহিত করিতে পারিল। অমলাঙ্গ তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, আদব-কায়দা মেয়ে মানুষ জানিবে কোথা হইতে, সে নিজেই ভাবিয়া লইয়া তাহাকে সর্ব্বান্তঃ-করণে ক্ষমা করিল।

কি কাজ তুই করতে গেছলি?

রোজের?

সে কি রকম?

মাছ বেচা।

তা ও বল্লে...

হ্যাঁ।

নইলে ?

বল্লে মাছ দেব না।

অমলাঙ্গ দুই মিনিট চিন্তা করিল, বলিল—আর কারু কাছে গেলিনে কেন ?

সবাই ঐ কথা বলে।

সবাই ?

সবাই !

দাসী মুখটা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উজ্জ্বল আলোকে তার ডানদিকের লাল গালটি টল টল করিতেছিল, লাল ঠোঁট দু'খানা হইতে যেন আঙুরের রস বাহির হইয়া পড়িবার সময় খুঁজিতেছিল ; বক্ষ বসন ভেদ করিয়া যৌবন-শ্রী সগর্ব্বে প্রকটিত হইয়া ছিল, নিটোল দেহটি ছেঁড়া কাপড়ের মধ্য হইতেই ফুটিয়া উঠিয়া দর্শককে আকৃষ্ট ও আবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। নিতাই যে খুব গুরুতর অপরাধ করিয়াছে তাহা তাহার মনেই হইল না।

অমল একটু পরে জিজ্ঞাসিল—তুই কি করতিস্ ?

দাসী গর্জ্জন করিয়া বলিল—গালাগাল দিয়ে চলে আসতুম্।

অমল হাসিয়া বলিল—খুব গালাগাল দিতিস্ ?

দিতুম্—বলিয়া সে মাথা নীচু করিয়া লইল।

তাহ'লে নিতাইয়ের তোর উপর রাগ আছে। কি বলিস্ ?

দাসী এ-কথার কোন উত্তর দিল না।

অমল:বলিল—কিন্তু তুই চুরি করিছিস্—এটা সত্যি কথা ত?

দাসী অবিচলিত কণ্ঠে কহিল—নইলে খাই কি! আমরা যে বড় গরীব। আর বেশী কি চুরি করিছি, চাট্টি চাল, ওদের অবস্থা ভাল, মোরা গরীব।

আর বাসন চুরি করিছিস যে?

ভাইয়ের অসুখ..কি করব, পয়সা নইলে ডাক্তার ওষুধ দেয় না।

যুক্তি বটে! অমলাঙ্গ মনে-মনে হাসিয়া বলিল—তোর ভাই আছে?

দাসী খুব নীচু গলায় বলিল—আছে।

নিতাই বাহির হইতে বলিয়া উঠিল, সে ওর ভাই কি-রকম করে হল হুজুর! দাসীর বয়েস যখন দশ বছর, ওর বাপ মারা যায়, সে আজ ছ' বছরের কথা আর এই ছোঁড়ার বয়স তিন বছর, ভাই কেমন করে হবে!

দাসী তখনি বলিল—তা আমি জানি-নে, মা'র ছেলে তাই জানি!

দাসীর মা ভিন্ গাঁয়ের এক কৈবর্ত্ত যুবকের সহিত পিট্টান দিয়াছিল, সবাই জানে; সেই অবৈধ মিলনের ফল এই তিন বছরের শিশু, গ্রামের সকলেই তাহা শুনিয়াছিল। নিতাই সেই কথা জমিদারকে জানাইয়া দিল।

অমল অক্ষয় ঘোষকে ডাকিয়া বলিল—ওদের ভেতরে ডেকে দাও অক্ষয় !

বলিতে-বলিতেই হুড় মুড় করিয়া জনতা কক্ষে ঢুকিয়া পড়িল।

নিতাই বলিতে লাগিল—মাগী নিজে ত চলিয়ে গেল, আবার একটা ছেলে রেখে গেল, বিবেচনাটা দেখুন হুজুর! গাঁ-গানার মুখে চুণ কালি ত দিলেই...

কে একটা লোক চাপা গলায় বলিয়া উঠিল—তার আগেও অনেকে দিয়েছে গো !

নিতাই বক্তাটা কে দেখিবার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল কিন্তু লোক চিনিতে পারিল না।

দাসীর মুখ কিন্তু এই কথাতেই চক্‌চকে হইয়া উঠিল, সে জমিদারের দিকে চাহিয়া বলিল—ওরই মাগ কোথায় —বলুক্ না !

ভিড়ের মধ্য হইতে সেই লোকটা আবার বলিল—নবদ্বীপে। সে যে বোষ্টম হয়েছে, আর দোষ কি !

নিতাই সজোরে বলিল—মিথ্যে কথা !...

জমিদার বলিল—চুপ !

নিতাইকে বলিল—এবার একে আমি ছেড়ে দিলুম। ভবিষ্যতে এমন কাজ ও আর করবে না, নিশ্চয়।

নিতাই যদিও যথেষ্ট মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিল কিন্তু জমিদারের

কথার উপর কথা কহিবার মত সাহস তাহার এ-সময়ে কুলাইল না।

জমিদার বলিল—তোমরা এখন যাও।

দাসী বলিল—ওদের বলে দিন, আমাকে ও-সব কথা আর না বলে যেন!

কিন্তু জমিদার সে-কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। যাহার জননীর ইতিহাস কলঙ্কিত, জঘন্য বর্ণে রঞ্জিত, তাহার এতখানি সাধুতা অমলের কেমন অসাদৃশ বোধ হইতেছিল; সে কোন কথাই বলিতে পারিল না।

কক্ষ প্রায় জনশূন্য হইয়া গেল।

দাসী দাঁড়াইয়াছিল, অমল জিজ্ঞাসিল—তোর ভায়ের অসুখ?

হ্যাঁ

কি অসুখ?

মুখপোড়া ডাক্তার বলে না। শুধু বলে, টাকা দে, সারিয়ে দোব।

কোন্ ডাক্তার?

হাঁসপাতালের ডাক্তার।

অমল কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসিল—হাসপাতালের ডাক্তার টাকা নেয়?

ও বাবাঃ, টাকা নেবে না আবার! আজ এত অসুখ

বেড়েছে, কত কাঁদা কাটা করলুম, পায়ে ধরলুম, বল্লে, আন্ টাকা, তবে যাব।

হুঁ।—অমলের মুখের উপর কঠোর ভাব ফুটিয়া উঠিল। হাঁসপাতালটি তাহার স্বর্গীয় পিতামহের নামে স্বর্গগত পিতৃদেবই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; অসমর্থ রোগী-দিগকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করাই সেখানকার ডাক্তারের কায। নারী ও শিশুদিগকে তিনি গৃহে গিয়া দেখিয়া দেখিয়া আসিবেন, তজ্জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে, তথাপি দরিদ্র প্রজাদের উপর এহেন অত্যাচার করেন শুনিয়া রাগে তাহার গা জ্বালা করিতে-ছিল। মনে ইচ্ছা হইতেছিল, এখুনি লোকটাকে ডাকা-ইয়া কৈফিয়ৎ লয়। কিন্তু এ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করি-বার পূর্বেই মনে হইল, না, এই মেয়েটার ব্যাপার লইয়া বেশী নাড়া চাড়া করিয়া কাজ নাই। বিচারটা একেই কাহার মনঃপূত হয় নাই, মুখে অসন্তোষ কেহ প্রকাশ না করিলেও তাহাদের মুখ চোখের ভাব হইতে অমল সুন্দরভাবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। কাজ নাই ঘাঁটা ঘাটিতে।

কিয়ৎপরে তাহার মাথায় এক মতলব দেখা দিল, জিজ্ঞাসিল—তোর ভাই আজ কেমন আছে?

মেয়েটা কাঁদ কাঁদ মুখখানি নীচু করিয়া ধরা গলায় বলিল—কি জানি কখোন বেরিয়েছি সে আমার একলা

পড়ে আছে !—দাসীর গলার মধ্যে জল যেন ছলাৎ ছলাৎ করিয়া উঠিতেছিল।

অমল এক টুকরা কাগজে কি লিখিতে লিখিতে বলিল কা'ল সকালে ডাক্তারকে ডেকে আসবি বুঝলি ?

টাকা কোথা পাব ?—স্বর আরও আকুল আরও করুন।

টাকা দোব বলে ডেকে আনবি। এলে এই কাগজ দিবি—বুঝলি ?

দাসী কাগজ টুকরা লইয়া একবার নিষ্ফল দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া আঁচলে বাঁধিয়া ফেলিল। মুখখানিতে কৃত-জ্ঞতা যেন উথলিয়া পড়িতেছিল।

একটু পরে বলিল, এতে কি লেখা আছে, ওষুধ দেবে ?

দেবে।

দাম চাইবে না ?

কিছু না।

দাসীর মুখে আনন্দ যেন আর ধরিতেছিল না। আহা কত আদরের কত যত্নের ছোট ভাইটি তার! তার কিছু হইলে দাসী কি আর বাঁচিবে! মা নাই, তাহাকেই সে মা-মা করিয়া ডাকিত, গ্রামের লোকে সব ঠাট্টা করিত বলিয়া, দাসী মা-বলা ছাড়াইয়া দিদি বলিতে শিখাইতেছে, আহা সেই ভাই তাহার! ক'দিন অষুধই পড়ে নাই, অঘোর অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে, একটু দুধ অবধি

দিতে পারে নাই ভাগ্যে ঘরে চাট্টি সাগু ছিল তাই সিদ্ধ করিয়া বাছাকে খাওয়াইয়াছে আজ।

এতক্ষণে দাসীর আশা হইল এইবার ধনমণি বাঁচিবে। ডাক্তার দেখিতে আসিয়া যদি ভাল ভাল অষুধ দেয়, তবে নিশ্চয়ই তাহার জর ছাড়িয়া যাইবে। পিলে নিবারের জন্যে দাসী ভয় পায় না, দিনকতক খুব আগুলিয়া সাবধানে সাবধানে রাখিবে, যা'তা খাইতে দিবে না, অত্যাচার করিতে দিবে না, তাহা হইলেই ও দু'টা সারিয়া যাইবে। এখন এই বিষের জ্বরটা ছাড়িলে সে-যে বাঁচে গো!

দাসীর মনে হইল, আর তাহার কোন ভয় নাই, বলিল আমি তবে যাই?

অমলা বলিল—যা। কিন্তু আর—চুরী করিস্ নে!

সে দাসী আর ছিল না; তাহাকে যেন যাদু দণ্ড বুলাইয়া সম্পূর্ণ অন্য লোক করিয়া দিয়াছে। জমিদারের কথা শুনিয়া তাহার মুখখানি এতোটুকু হইয়া গেল; সে মুখটি নীচু করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

অমল বলিল—কি করবি? চুরী করবি?

দাসী আস্তে আস্তে বলিল—না।

অমল মনে মনে তৃপ্তি পাইয়া বলিল—ডাক্তার অষুধ না হয় অমনি দিল, ভাইকে খাওয়াবি কি? নিজেই বা কি খাবি দাসী?

একথা দাসীর এতক্ষণ মনেই জাগে নাই। ঠিক তো, ভাইটিকে দুধ ত দিতেই হইবে আর এ পোড়া পেটটার জ্বালাও ত বড় কম নয়। এমনই সে জ্বালা, দিন দুপুরে প্রতিবেশীর ঘরে ঢুকিয়া চুরি করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় নাই। জ্বালা নয় আবার! সে জ্বালা যখন জ্বলিত, চক্ষে যে সব অন্ধকার দেখিতে হইত, পৃথিবীখানাই যে বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিত!

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অমল বলিল—কি খাওয়াবি রে? চুরী করবি?

দাসী বলিল—না।

তবে?

'তবে' সে কি করিবে দাসী তাহা জানিত না, ভাবিতে লাগিল।

অমল সহাস্যনেত্রে চাহিয়া বলিল—শোন দাসী, এই পাঁচটা টাকা নিয়ে যা, খরচ করিস আর এ যখন ফুরিয়ে যাবে, আমার কাছে এসে বল্‌বি বুঝলি!

দাসী ঘাড় নাড়িল, জানাইল, বুঝিয়াছে।

অমল বলিল—তাহ'লে আর চুরী করবি নে ত?

বল্লুম ত করব না!—এবারকার গলার স্বর সেই আগের মত, প্রথম যখন চৌর্য্যাপরাধে ধৃত করিয়া তাহাকে জমিদারের সম্মুখে হাজির করিয়াছিল।

সে রুক্ষ স্বরেও অমল রাগ করিল না; হাসিল;

হাসিয়া বলিল—যখনই কিছু দরকার হবে, আসিস্—বুঝলি? ভয় করিস নে।

ভয় কিসের?—বলিয়া ছেঁড়া কাপড়ে ঢাকা বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

তাই বল্‌ছি!—অমল যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল।

দাসী দু'হাতে ধীরে ধীরে টাকা পাঁচটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—তবে যাই?

যা।...দেখ, টাকা ক'টা আঁচলে বেঁধে নে, কাউকে দেখাস্‌নে! অমলের কেমন সন্দেহ হইতেছিল, একটা প্রজার উপর এতখানি দয়া দেখানো হইতেছে, দুর্বলতার কাজ।

দাসী আঁচলে টাকা বাঁধিতে গেল, আঁচল নাই, দুইটি আঁচলের খুঁটই শতছিন্ন।

অমল বস্ত্রের এই দশা আগেই দেখিয়াছিল কিন্তু ইহার প্রতিকারের কথা তাহার মনেই হয় নাই, এখন দাসীর আঁচলের খুঁট টানাটানি দেখিয়া কথাটা আবার মনে পড়িয়া গেল।

দাঁড়া—বলিয়া, মধু খানসামাকে ডাক দিল। আবার তখনি চেয়ার ছাড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দাসী টেবিলটার কাছে সরিয়া আসিয়া ফুলদানের উপর হইতে তোড়াটা তুলিয়া নাকের কাছে ধরিয়াছে, অমল ঘরে ঢুকিল; পায়ে তাহার জাপানী ঘাসের চটি ছিল

দাসী তাহার আগমন সংবাদ জানিতে পারে নাই, নিশ্চিন্ত মনে সদ্য ফোটা রঙীন ফুল গুলির সুবাস আঘ্রাণ করিতেছে অমল বলিয়া উঠিল—কিরে দাসী, ফুল নিবি নাকি ?

লজ্জায় দাসীর কাণমুখ সব লাল হইয়া উঠিল ; হাতটা কাঁপিয়া গেল, ফুলদানে তোড়া বসাইতে গেল, ফুলদান উল্টাইয়া টেবিলের অয়েল ক্লথের উপর জল ভাসিতে লাগিল।

অমল শশব্যস্তে কাগজ পত্রগুলা সরাইয়া লইয়া, হাসি হাসি মুখে বলিল—তুই বুঝি খুব ফুল ভাল বাসিস ?

দাসী লজ্জা রাঙা মুখ নাড়িয়া বলিল—না। আমার ভাইটি ফুলফুল করে।

অমল ছোটলোকের ঘরের এই মেয়েটির ভাই-অন্ত প্রাণের পরিচয়ে পুলকিত হইয়া বলিল—ও তোড়াটা নিয়ে যা—তাকে দিস্ ! আর তোর ঐ ছেঁড়া কাপড় ফেলে এই দু'খানা কাপড় পরিস্।

দাসী তাহার ষোল বছর বয়স কালের মধ্যে এমন মানুষ দেখে নাই, এত দয়াও কোথায় পায় নাই, সে যেন কাঁদ কাঁদ হইয়া উঠিল। অমল কাপড় দু'খানা আগাইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, হাত বাড়াইয়া যে লইতে হইবে দাসী তাহাও ভুলিয়া গেল।

অমল বলিল—নে।

দাসীর চমক ভাঙ্গিল ; হাত বাড়াইয়া কাপড় দু'খানা

লইল বটে কিন্তু কিছু বলিতে বা, মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না, তাহার যে কান্না আসিতেছিল।

অমলাঙ্গ বলিল—এইবার যা অক্ষয় রেখে আসুক কেমন ?

দাসীর ইহা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বোধ হইল, তাই বাধ্য হইয়া তাহাকে কথা কহিতে হইল, বলিল—আমি আপনি যাব।

বড় অন্ধকার যে রে।

তা হোক্!

আচ্ছা। আর যা সব বলিছি—মনে আছে ?

দাসী অকপটে কহিল—আছে।

অমল জিজ্ঞাসিল, ডাক্তারকে যে কাগজ দিবি আছে ?

হঁ বলিয়া দাসী বাম করতল-রক্ষিত কাগজের টুকরাটি দেখাইল।

দাসী চলিয়া যাইবে পা বাড়াইয়াছে, অমল বলিল—তোর বাবা আমাদের ভাউলের মাঝি ছিল জানিস ত ?

জানি।

আমাকে তোর বাবা—দাঁড় টান্‌তে শিখিয়েছিল, বুঝলি ?

দাসী ইহাও 'বুঝিয়াছে' বলিল।

তাই—বুঝলি ?

এবারে দাসী বুঝিতে পারে নাই, ঘাড় তুলিয়া চাহিল।

তার মেয়ে তাই—তাই বুঝলি না ?

দাসী বুঝিল, তাই এত দয়া! তাহার বুকটি ভরিয়া গেল—তাহার বাবা যে বড় ভাল লোক ছিল, সবাই যে তার বাবার সুখ্যাতি করে; জমিদারও সুখ্যাতি করিল, দাসীর বুক ভরিয়া গেল। সে ঘাড় নাড়িয়া, গদগদ চিত্তে বাহির হইয়া গেল।

অমল উঠিয়া জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল, অন্ধকারে ঠিক দেখিতে পাইল না, তার মনে হইল একটা লোক যেন মেয়েটার পিছু লইল! রাগে তাহার গা জ্বলিয়া উঠিল, অক্ষয়কে দেখিতে পাঠাইবে বলিয়া দেউড়ীতেই আসিতেছিল। কিন্তু চাকর মহল তখন হাসির শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে কেন জানে না তাহার লজ্জা লজ্জা করিল। সে দ্বিতলে উঠিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাসীর ভাইটির বাঁচিবার কোন আশা ছিল না, তবে বাবা তারকনাথের দয়ায় ও ডাক্তার বাবুর ঔষধের গুণেই ভাইটির জ্বর ছাড়িয়া গেল; উঠিয়া বসিয়া খাইবার বাহানা ধরিল। তাহাকে আবার কাঁদিতে দেখিয়া, রাগে পা ছুঁড়িতে দেখিয়া দাসীর আনন্দের সীমা রহিল না।

ভাইটিকে একটুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে বলিয়া, এক দৌড়ে রাইমণির দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

রাইমণি হাটে যাইবে, পশরা সাজাইতেছিল,—বলিল কি লা?

দাসী আদরের সুরে বলিল—একটা দিব্য (দ্রব্য) এনে দেবে মাসীমা?

কি দিব্য লা?

দাসী আঁচলের খুঁট খুলিয়া একটি টাকা বাহির করিয়া বলিল, চাট্টি বিসকুট যদি এনে দাও মাসিমা। ভাইটি কেবল কাঁদছে।

মাসিমা, দুঃখের বিষয় একটা কথাও শুনিতে পান নাই। প্রথমটা তিনি পশরা সাজাইতেই ব্যস্ত ছিলেন, তারপর কি দ্রব্য আনিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া তিনি যখন মুখ তুলিলেন, সর্বাগ্রে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, দাসীর পরণের শান্তিপুরী মিহি কালাপাড় ধুতিখানির উপর; আরও বিস্ময় সেই কাপড়ের খুঁট হইতে বাহির হইল, সদ্য সদ্য রাজার মুখ ছাপা একটি আসল টাকা। যাহা রাইমণি এতটা বয়সে একদিনও দেখিতে পান নাই; দেখিবার আশাও করেন নাই। রাইমণির পশরা পড়িয়া রহিল।

উঁচু হইয়া বসিয়া বলিলেন—কি আনতে হবে বল্লি লা?

চাট্টি বিসকুট মাসিমা!

বিসকুট !

হ্যাঁ মাসিমা !

রাইমণি সে-দিন আর হাটে যাইতে পারিবেন বলিয়া মনে হইল না। অবস্থা ত ফিরিয়াছেই ; সেই সঙ্গে আবার বিস্কুট খাইবার ইচ্ছাও হইয়াছে !

রাইমণি হাসিমুখে জিজ্ঞাসিলেন—নকুলো, এয়েছে বুঝিরে !

সে ত গাঁয়েই আছে মাসিমা !

কলকাতা গেছল যে ?

তা ক'বে !

রাইমণি বলিলেন—কাপড়খানা সেই এনে দিয়েছে বুঝি ! বেশ কাপড় তবে মুখপোড়া ছোঁড়ার পছন্দ নেই ! ইয়া চওড়া পাড় শাড়ী আনবে, তা নয়, নিয়ে এল কি না ধুতি ! তা যাই হোক, দিয়েছে ত !

কে দিয়েছে ?—দাসী ধমক দিয়া উঠিল।

রাইমণি ভয়ে ভয়ে বলিলেন—নকুলো নয়।

দাসীর ভারি রাগ হইল, ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল—তার বাপও দেখেছে কখন এমন কাপড় !" তাহার রাগ হইবার কারণ ছিল।

নকুল তাহাদেরই পাড়ার এক ধীবর পুত্র। সে বার-বার দাসীকে জানাইত, সে দাসীকে ভালবাসে। দাসী আগে তাহা বিশ্বাস করিত। অনেকদিন সেই বিশ্বাসের

বশেই একলা অতো বড় মেয়ে নকুলের সহিত মাঠে বনে-বাদাড়ে যাইতেও তাহার দ্বিধা ছিল না। একদিন, যেদিন নকুল বড্ড বাড়াবাড়ি করিয়াছিল সেইদিন দাসী তাহাকে বলিয়াছিল, আগে বিয়ে কর্! নকুল বলিয়াছিল, বিয়ে যে বাড়ীর লোক দেবে না! "তবে দূর হ," বলিয়া দাসী পলাইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু নকুল তবু তাহার পায়ে পায়ে ঘুরিত; ভালবাসা জানাইত, গাঁয়ের লোকের অসাক্ষাতে দাসীর বাড়ী আসিয়া ঢুকিত, দাসী চেঁচামেচি করিবার উপক্রম করিলে তবে চোরের মত পলাইত। একদিন রাত্রে হতচ্ছাড়া নকুলো দাসীর বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল; দাসীর পা ধরিয়া কত কান্না কাঁদিয়াছিল, দাসীর সেই এক কথা—বিয়ে কর!

নকুল দাসীকে ভালবাসিত। অবস্থা তাহার ভাল নয়, তা নহিলে দাসীর দুঃখ সে ঘুচাইতই। আর বিবাহ, তাহার বাপ দাদা রহিয়াছে, তাহারা বলে দাসীর মা জাত খোওয়াইয়াছে, বিয়ে করিলে জাত যাইবে! নকুলো মহা দ্বি-সঙ্কটে পড়িয়াছিল, না পারে জাতি হারাইতে, না দাসীকে ছাড়িতে পারে! গাঁ ছাড়াইয়া কথাটা কুটুম বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছিল, সেবার দাদার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া দাদার শালীদের কাছেই কত ঠাট্টা শুনিয়া আসিয়াছে! তবু ও সে দাসীকে ছাড়িতে পারে নাই!

সেদিনও রাত্রে জমীদার বাড়ীতে দাসীকে একলা

ফেলিয়া সে চলিয়া আসিতে পারে নাই! সবাই চলিয়া আসিয়াছিল কিন্তু অন্ধকার রাত, একলা দাসী আসিবে, নকুল তাহার জন্য বাবুর বাড়ীর দেউড়ী হইতে একটু দূরে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দাসী বাহির হইতেই তাহার পিছু লইয়াছিল।

দাসীর মুখে তখনও সেই কথা, বিয়ে কর্, নইলে সঙ্গে যেতে দেব না। নকুল শুদ্ধমাত্র সঙ্গে করিয়া বাড়ী পৌছাইয়া দিতে চাহিল, তাহাতেও আপত্তি—বিয়ে কর্! নকুল বলিল—জাত... দাসী বলিয়াছিল, জাত নিয়ে তুই ধুয়ে খা'গা ড্যাক্‌রা! খবর্দার যদি আমার সঙ্গে আসবি, বাবুর বাড়ী গিয়ে বলে আস্‌ব!

নকুল মধ্য পথ হইতেই তাহার সঙ্গ ছাড়িয়াছিল।

দাসীর ভীষণ রাগ! ভালবাসা! অমন ভালবাসার মুখে সে সাত ঝাঁটা মারে! বিয়ে করিবার সাহস নাই, কেবল পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়াইবে, মরণ নাই!

রাইমণি দুইটা গোল চক্ষু বাহির করিয়া দাসীকে দেখিতেছিলেন আর ভাবিতেছিলেন, নকুল ছাড়া আবার দাতা কে জুটিল! পাড়াঘরের সকলকেই তিনি চিনিতেন, তেমন ডাকা-বুকো ছেলে কেহ আছে বলিয়া ত মনে হইল না।

হঠাৎ রাইমণির মনে হইল, দাসী সেই বিদ্যার বলেই কাপড় টাকার মালিক হয় নাই ত! যেমন মনে হওয়া,

তেমনই প্রশ্ন। অতি মৃদু কণ্ঠে, কাদের বাড়ীর না?—বলিয়া খুব কাছে সরিয়া আসিলেন।

দাসী সপ্তমে চড়িয়া জিজ্ঞাসিল—কি হয়েছে?

রাইমণি জড়সড় হইয়া বলিলেন—না, তাই বলছি! আমাদের কি জানিস্ না দাসী, গলাটা কেটে যদি দু' খণ্ড করে—পেটের কথা তবু পেটেই থাক্‌বে।

রাইমণি আবার পশরা টানিয়া লইলেন; বেসাতী গুছাইতে মন দিলেন।

দাসী নরমস্বরে বলিল—তা হলে কি হবে মাসি, এনে দেবে?

রাইমণি গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—বিস্কুট! কতকের?

এই একটা টাকা দিয়ে যাচ্ছি, যেমন সুবিধে হয়, এনো।

তা আন্‌ব!

রাইমণি টাকাটা পশরার থলির নিম্নে রাখিয়া দিলেন।

দাসী বলিল—বিকেলে এসে নিয়ে যাব।

হুঁ—বলিয়া রাইমণি নিজকার্য্যে মন দিল; দাসী রাইমণির বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই বাড়ী গেল না; মাণিক গোয়ালার মাচায় কচি কচি শশা দেখিয়াছিল, দুইটা যদি পায়, তার আবদেরে ভাইটিকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে ভাবিয়া সেই দিকে চলিল।

মাণিক আজই সকালে শশাগুলা ছিঁড়িয়া কনিষ্ঠপুত্র

মারফৎ বাজারে পাঠাইয়া দিয়াছে, বলিল ; দাসী নিজেও মাচার নিয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিল, কথা সত্য !

হতাশভাবে ফিরিতেছে, পথে দেখা, নকুলের সহিত !

ছোকরার বয়স বিশ একুশ হইবে। কালো-কোলো নধর দেহটি ! মাথায় একরাশ চুল, তাহার মাঝে আরার মস্ত তেড়ী। নকুল সৌখীন বটে তবে বদমায়েস নয়, একটু ভীরুও।

সুনির্জন পল্লীপথে দাসীকে পাইয়া নকুলের মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গেল।

দাসীর কিন্তু মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত রাগে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। একবার ভাবিল, ডান দিক কাটাইয়া কৈবর্ত্তদের বাড়ীর ভিতর দিয়াই চলিয়া যায়, আর একবার ভাবিল, না, কেন সে পলাইবে ? কিসের ভয় ?

নকুলের হাতে গুটি তিনেক পেয়ারা, একটি শশা ও গোটাকতক আস্ত পাণ।

নকুল ঠিক পাশাপাশি হইতেই, দাঁড়াইয়া পড়িল।

বলিল—কোথা গেছ্‌লে দাসু !

ঝগড়া করিতে দাসীর প্রবৃত্তি হইল না ; তবে ভালমুখে কথা বলিতেও ইচ্ছা হইল না ; মুখটা গম্ভীর করিয়া বলিল মানুকে গয়লার বাড়ী ?

সে চলিতেছিল, দেখা গেল নকুল তাহার গন্তব্য-পথ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছে।

সেখানে কেন দাসু ?

শশা আন্‌তে গেছনু !

শশা ! শশা !

হ্যাঁ হ্যাঁ—শশা ! যে শশা খায়, বুঝেছ ?—একটু একটু করিয়া কলহপ্রবৃত্তি জাগিতেছিল। যাহার যাহা স্বভাব।

নকুল কৃত কৃতার্থ হইয়া বলিল—শশা কি হবে দাসু ? খাবে ?

এইবার পুরাপুরি ঝগড়া আরম্ভ হইল—মরণ আর কি ! খাবে না ত কি, তোমার কবরে দেবার জন্যে খুঁজছি ?

নকুলের মুখ ছোট হইয়া গেল ; তখনি তাহার স্মরণ হইল, দাসুর ভাইটির অসুখ, বুঝিল, তাহার জন্যই দাসু শশা আনিতে গিয়াছিল। তাহার হাতের শশাটী দেখাইয়া বলিল—শশা নেবে ? তোমার ভাইয়ের জন্যে, না ?

শশা দেখিয়া দাসীর মনটা নরম হইল বটে তবে সে লোকটার উপরে তাহার চিরক্রোধ, তাহা গেল না, রহিয়াই গেল।

শশা খেতে চাইছে বটে !

নকুল বলিল—এইটে নিয়ে যাও. দাসু !

দাসী ফলটা স্পর্শ না করিয়াই বলিল—ক'পয়সা এর দাম ?

সে যতই হোক্ না দাসু !

আ মর!

নকুল আবার ছোট হইয়া গেল। কিন্তু এটা সে দিতেই চায়; নহিলে তাহার প্রাণে বড় কষ্ট হইবে! বলিল—আমি দু'পয়সায় কিনিছি!

দাসী বিস্ফারিতনেত্রে কহিল—ও বাবাঃ! এইটুকু শশার দাম দু'পয়সা!

তা হোক্ গে!

আমার কাছে যে পয়সা নেই এখন!

নকুল বলিল—তার আর কি, নিয়ে যাও না!

দাসী হাত বাড়াইয়া শশাটা লইয়া বলিল—বাড়ীতে পয়সা দিয়ে আসব খুনি।

নকুল 'না না' করিয়া উঠিল; বলিল—আমি এক সময় গিয়ে আন্‌বো।

আচ্ছা—বলিয়া দাসী হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

নকুল খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দূর—অনেকদূর পর্য্যন্ত দাসী গর্বভরে চলিয়া গেল, একবারও ফিরিয়া চাহিল না; প্রাণটি তাহার মুচড়াইয়া মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল—এত যত্ন করে, এত আদর জানায়—তবুও কি এতোটুকু দয়া করিতে নাই? এত ভালবাসা পায়ে দলিয়া যাইতে একটু কষ্টও কি তাহার হয় না!

মোড়টা ফিরিবার সময় দাসী একবার সুদূরে পিছনের

লোকটি তখনও দাঁড়াইয়া আছে কি-না দেখিবার জন্যই মুখ ফিরাইয়া ছিল, ফিরিতেই দেখিল, ঠিক তেমনি আড়ষ্ট ভাবে নকুলো দাঁড়াইয়া আছে; আর দেখা গেল না—দাসী মোড় ঘুরিয়া চলিয়া গেল।

নকুল ইহা দেখিল এবং তাহার অজ্ঞাতেই তাহার মুখটি হর্ষদীপ্ত হইয়া উঠিল। আশাহীন জীবন যেন আশার আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল। নিতাই বাড়ীর পথ ধরিল।

দাসীর ভাই শশা পাইয়া সন্তুষ্ট হইল বটে কিন্তু বিস্কুটের কথাটা বার বার করিয়া পোড়ারমুখী-দিদিকে মনে করাইয়া দিতে ভুলিল না। দাসী যত বলে, রাইমণি মাসী বিকেলে আনবে বলেছে, তাহার ভাই তত বলে, দৌড় দেখে আয় না দিদি, এতক্ষণে এসেছে বোধ হয়।" দাসী তাহাকে বুঝায় যে এতক্ষণে মাসী হাটেই পৌঁছাইতে পারে নাই, পঞ্চা ততই কাঁদে আর কিলটা চড়টা চালাইয়া দিদিকে জ্বালাতন করে।

দাসী শেষে তাহার পিঠে দুম করিয়া একটা কিল বসাইয়া, দাওয়ায় আসিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল। পঞ্চা ঘরের মধ্যে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, দাসী শুনিয়াও শুনিল না। পঞ্চা যখন দাসীর বাপ-মা'কে গালি দিতে সুরু করিল, দাসী আর একবার উঠিয়া মুখ-পোড়া ছেলেকে বেদম মারিয়া ফিরিয়া আসিয়া—ঠিক সেইখানটিতে বসিল।

পঙ্কা পাড়া কাটাইতে লাগিল; দাসীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও রহিল না।

কেন এমন হইল? যা মরা ভাইটির শুষ্ক মুখ দেখিলে, ছলছল চক্ষু দেখিলে দাসী যে আপনাকে ভুলিয়া বসিত। মেয়ে মানুষ হইয়া তাহারই জন্য সে যে চোর সাজিয়া গৃহস্থের ঘরে চুরি করিয়াছিল, তাহারই আবদার মিটাইতে দাসী যে মরিতে পারিত— তবে এমন হইল?

[illegible], দাসী জানে না, কেন এমন হইল! সে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল দাসী জানে না, চমক ভাঙিল, নকুলের কিংবা দিদি গৌরীর আহ্বানে!

গৌরী বিধবা কিন্তু বৈধব্যের চিহ্ন তাহার কোথাও ছিল না। কেবল সীমন্ত সিঁদুর শূন্য; একমাত্র ইহা হইতেই বুঝা যাইত, অভাগিনী বিধবা। গৌরী কস্তা-পাছা শাড়ী পরিয়া, দু' হাতে কাঁচের চুড়ি দুলাইয়া দাসীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল—দাসী!

দাসী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

গৌরী বলিল—মোর বাবার লেগে নকুলো কচি শশা আনছিল, তুই যে বড় তার হাত থেকে কেড়ে নিইছিস্?

দাসী খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—কোন্ হারামজাদা বলে, কেড়ে নিইছি?

ভাইয়ের সম্বন্ধে এ হেন কটূক্তিতে গৌরীরও জিহ্বায়

অগ্নি সংযুক্ত হইল; গৌরী দশ পা আগাইয়া আসিয়া বলিল—আবার গালাগাল হারামজাদী! নিস্ নি কেড়ে? বল্ ছুঁচো ছুঁড়ী, শতেকখোয়ারি বল্, নিইছিস্ কি না বল?

দাসী বলিল—না, নিই নি।

নিস্ নি?

না।

গৌরী আরও গরম হইয়া বলিল—নিস্ নি কেড়ে? নকলো মিছে বল্লে?

দাসী কি গালাগাল দিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না, গৌরী সেই সুযোগে মাত্রা চড়াইয়া বলিল—পথে ঘাটে চলিয়ে বেড়াস হারামজাদী চোর...

দাসী উঠানে নামিয়া পড়িয়া বলিল—সকাল বেলা গালাগাল দিও না বলছি গৌরী-দিদি, ভাল হবে না।

ভাল না হয়, মন্দ হোক্!—বলিয়া গৌরী হুড় হুড় করিয়া ছুটিয়া দাওয়ায় উঠিল। পঞ্চা গোলমাল শুনিয়া, কান্না থামাইয়া অর্দ্ধভুক্ত শশাটি হাতে করিয়া ব্যাপার দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারই হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া নামাইয়া গৌরী বলিল—নিস্ নি হারামজাদী, নিস্ নি? পেলি কোথা থেকে?

এমনই হাতে নাতে ধরা পড়িয়া দাসী হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল।

গৌরী বলিল—দাঁড়া ত নচ্ছারণী, আজই দিচ্ছি জমিদার বাড়ী পাঠিয়ে, রাস্তার লোক ধরে ঢলাঢলি করা তোর বার করছি!

জমিদারের কথায় দাসীর লুপ্ত শক্তি ফিরিয়া আসিল; সেও খুব জোর গলায় বলিল—আমিও বলে আসছি, মিথ্যা মিথ্যা তুমি আমার বাপ তুলেছ!

তুলিছিই ত, আবার তুলছি! এই শোন্—তোর বাবার গাছের শশা নিয়ে যাচ্ছিল নকলো তাই তুই কেড়ে নিইছিস্!

দাসী বলিল—আমি কেড়ে নিই নি বলছি!

না নিস্ নি! নকলো মিছে করে বল্লে না?

বেড়ার ওধার হইতেই কে বলিয়া উঠিল—নকলো কখন আবার ওকথা বল্লে দিদি?

লোকটা নকুল।

গৌরী থাঁ করিয়া নরম হইয়া গিয়া বলিল—আর পেলি শশা?

নকুল সে কথার উত্তর না দিয়াই বলিল—তুই যে বড় ঝগড়া করতে এলি?

গৌরী চক্ষের ইঙ্গিতে নকুলকে কি যেন বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

নকুল একবার তাহার চক্ষের পানে চাহিয়াই চোখ্ সরাইয়া লইল; বলিল—তুই মরতে ঝগড়া করতে এলি কেন—তাই বল্?

গৌরী খুব নরম হইয়া বলিল—ঝগড়া আবার কৈ করলুম নকুল!

নকুল রাগিয়া উঠিয়া বলিল—চাঁড়ালদের বাড়ী থেকে তোর ষাঁড়ের মত গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল, আবার ন্যাকা হচ্ছিস্!

গৌরী কি বলিতে যাইতেছিল, নকুল হাত বাড়াইয়া বলিল—এখন দূর হ' বলছি!

দাসীর সম্মুখে অপমানিত হইয়া চলিয়া যাইবে, এমন কাঁচা মেয়ে গৌরী নয়; হৃতমান পুনরুদ্ধার করিতেই বলিল—চল আগে বাবার কাছে, তখন দেখাব মজা! তুই আমাকে অপমান করেছিস্!

নকুল নির্ভয়ে কহিল—খুব করেছি! তুই কেন আমার নামে মিছে কথা বলে ঝগড়া করিস্?

কি আবার মিছে কথা বল্লুম তোর নামে?

বলিস্ নি?

কি বলিছি?

নকুল দাসীকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিল—তুমি বল ত দাসু, ও বলে নি যে আমার হাত থেকে তুমি শশা কেড়ে নিয়েছ?

গৌরী বলিল—তুই ত বল্লি, ও...

খবর্দার, মিছে কথা বল্বি ত পিঠে এক লাথি মারব।

ছোট ভাই বড় বোন্‌কে লাথি মারিবে, পাঠক-পাঠিকা

হয়ত এতটা আশাই করিতে পারেন নাই, কিন্তু আমরা নিঃসংশয়ে কহিতেছি, ইহা আদৌ নতন কথা নহে; বরং এটা ঘরে ঘরের 'নিত্যি নৈমিত্তিককার' কথা!

কিন্তু গৌরী এখন সে ভাব প্রকাশ করিল না; অত্যন্ত কাতর ভাবে বলিল—তুই বড্ড বাড় বাড়িয়েছিস—নকুলে, লাথী আর আগে, তারপর তোর কি দুর্গতিটা করি তা দেখিস্!

ফের যদি কথা কইবি...

গৌরীর স্বভাবটা অনেকটা সেই ধরণের, লাথি খাইবে নিশ্চিত জানিয়া মুখে দেখাইতেছে কিছুই যেন জানে না; বলিল—কি—করবি কি?

দেখ্‌বি?

দেখব।

দেখ্—বলিয়া নিতাই কয়েক পা' ছুটিয়া গিয়া গৌরীর শিথিল কবরী টানিয়া ধরিল।

গৌরী বাধা দিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিল না; সে যেন এই মরণোন্মুখ পতঙ্গের কতখানি বাড় বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাই দেখিতেছিল।

নকুল পুনশ্চ জিজ্ঞাসিল—দেখ্‌বি?

দেখবো!

দেখ্—তবে! বলিয়া দক্ষিণ পদ তুলিল।

কিন্তু পা আর গৌরীর পৃষ্ঠে পড়িতে পাইল না।

কঞ্চির বেড়ার ফটকটিতে কৃষ্ণকায় এক অশ্বের মুখ দেখা গেল। সে অশ্ব যে কার—এ গ্রামের—এ গ্রামের কেন, পাশাপাশি পাঁচখানা গ্রামের লোক তাহা জানিত; নকুল গৌরীর কেশ ত্যাগ করিল।

আরোহী অশ্ব হইতে নামিয়া পড়িয়া ডাকিল—দাসী!

দাসী হাঁ করিয়া ইহাদেরই দেখিতেছিল, ঘোড়াটাকে আদৌ দেখিতে পায় নাই। তাহার নামের আহ্বানে চমকিত হইয়া চাহিতেই দেখিল, স্বয়ং জমিদার!

দাসী ছুটিয়া ফটকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

অমলাক্ষ রুমাল বাহির করিয়া ঘাম মুছিতেছিল, জিজ্ঞাসিল—তোমার ভাই সেরেছে?

হুঁ—ঐ যে! বলিয়া দাসী পঞ্চাকে দেখাইয়া দিল।

জমিদার তাহাকে দেখিয়া লইয়া বলিল—আর যে তুমি গেলে না?

কোথায়?

আমাদের বাড়ী?

দাসী মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অমল জিজ্ঞাসিল—আর কিছুর দরকার হয় নি?

দাসী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না।

অমল একবার সমস্ত বাড়ীটা দেখিয়া লইয়া বলিল—দরকার হলে যেয়ো। কেমন?

দাসী আবার ঘাড় নাড়িল।

জমিদার আর কিছু বলিল না; রুমালখানা জামার হাতার নীচে পুরিয়া, ঘোড়ার পিঠে গোটা দুই ফুলা চাপড় মারিয়া টপাস্ করিয়া উঠিয়া পড়িল ও একবার প্রসন্ন দৃষ্টিতে দাসীকে দেখিয়া লইয়া ঘোড়ার পেটে জুতার একটু চাপ দিল; টগবগ শব্দে ঘোড়া ছুটিল,—চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে ধূলায় রাস্তা ঢাকিয়া গেল; শুধু ঘোড়ার পায়ের টগবগ ধ্বনিই শুনা যাইতেছিল, অশ্ব বা আরোহীকে দেখা গেল না।

দাসী ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখে চোখে একটা অসামান্য গর্বের ভাব ফুটিয়া উঠিল; সে যে সামান্য লোক নহে, স্বয়ং জমিদার তাহার বাড়ীর দ্বারে আসিয়াছিলেন, দাসী যদি একলা থাকিত, তবে এমন অসম্ভব দৃশ্যে ভয়ই পাইত কিন্তু তাহার নির্য্যাতনকারিণী গৌরী ও মান-অপমান জ্ঞানশূন্য নকুলের সম্মুখেই অঘটন ঘটিয়াছে বলিয়া দাসীর যেন মাটিতে পা পড়িতেই চাহিতেছিল না।

গৌরী খুব নরম হইয়া গিয়াছিল; এই কিছুক্ষণ আগে যে ঝগড়া করিয়াছে এ কথাও মনে রাখা সে দরকার মনে করিল না; জিজ্ঞাসিল—কি বলছিল রে দাসী?

পঞ্চা কেমন আছে, জিজ্ঞেস্ করছিল।

দাসী কথাগুলা খুব অবজ্ঞার সহিতই বলিল।

গৌরী মনে মনে চটিলেও, মুখে ভদ্রতা দেখাইয়া বলিল—জমিদার লোক খুব ভাল, না রে?

দাসী উত্তর দিল না ; গৌরীর সঙ্গে জমিদারের কথা আলোচনা করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না।

গৌরী থামে না ; বলিল—ভাদ্দর মাসে বুঝলি দাসী, বাবার যখন অসুখটা হল—

দাসী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—বাসী ঘর দোরে এখনও ঝাঁট পড়েনি, অনেক কাজ আছে ;—বলিয়াই সে ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

গৌরী সব বুঝিল ; কিন্তু আর ঝগড়া করিবার সাহস তাহার ছিল না। তবে সত্য কথা বলিতে হইলে দাসীর ঘাড়ের রক্ত শুষিয়া খাইতে পাইলে তবেই গৌরীর সে সময়ের মনের তৃষা মিটিত ! আর জমিদার ছোড়াও কি নিখিল্লে ! ঘেন্না পিত্তি নাই বলিলেই হয় ! ঐ চোর ছুঁড়ী, আর রূপই বা কি ! শ্যাওড়া তলার শাঁকচুন্নি বলিলেই ত হয় ! মরলি মরণ এমন অস্থানে মরলি তুই !

নকুল বলিল—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল কেন ? বাড়ী যা না !

গৌরী চলিতে চলিতে বলিল—তা যাচ্ছি, তুই বাবার জন্যে পথ্য এনিছিস্ ?

তোর ভাবতে হবে না অত, যাঃ !

গৌরী রাগে ও জ্বালায় গস্ গস্ করিয়া চলিয়া গেল।

রাগ তাহার নকুলের উপর নয়। সব রাগ গিয়া পড়িয়াছিল, ঘুঁটে কুড়ুনির বেটি দাসীর উপর ! গৌরীর

আরও কষ্ট হইতেছিল ভাবিয়া যে এত বড় কথাটা সে কাহাকেও বলিতে পারিবে না! এ কি কম দুঃখের কথা গা!

কিন্তু বলিবেই বা কোন্ প্রাণে! যাহার পরণে চিরকাল ছেঁড়া কাপড়, তৈলাভাবে যাহার মাথায় গায়ে খড়ি উঠিতেছে, অনেক দিন যে পেটে ভাত দিতে পারে না, চোর, বদমাইস, ছোটলোকদের প্রণয়িনী যে, তাহার এ সুখ সৌভাগ্যউদয়ের সংবাদ কেমন করিয়া গৌরী উচ্চারণ করিবে!

এ কথা বলিবার, না বিশ্বাস করিবার! গৌরীরই বিশ্বাস হইতেছিল না, তা অন্য লোককে সে বলিবে কি করিয়া! কিন্তু জমিদার কেন আসিল? হইয়াছে, হইয়াছে, ছুঁড়ী ভিক্ষা-টিক্ষা রোজ করিতে যায়, জমিদারের সন্দেহ হইয়াছে যে চোর ছুঁড়ি মিথ্যা বলিয়া ভোগা দেয় কি না তাই দেখিতে আসিয়াছিল। ঐ যে ভাইকে দেখিতে চাহিল, তাহার অর্থই তাই! ঠিক হইয়াছে!

গৌরীর দুর্ভাবনা কাটিয়া গেল, গৌরী সহজ মনে চলিতে লাগিল।

নকুল অনেকক্ষণ উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ডাক দিল—দাসু!

দাসী জানিত, নকুল উঠানে আছে; কিন্তু ভাবে তাহা জানাইল না; বলিল—কে রে?

নকুল বলিল—আমি !

দাসী ঘরের মধ্যে ঝাঁটা ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল—আমি কে ?

আমি নকুল !

দাসী বাহির হইয়া আসিল ; বলিল—কি ?

কি করছ ?

ঘর ঝাঁট দিচ্ছি, বাসি পাট সেরে কাপড় কাচতে যাব।

ততক্ষণ একটু বসব !—স্বর অত্যন্ত আর্ত্ত।

দাসী বলিল—বসে কি হবে ?

নকুল নিঃশব্দে চারিদিক দেখিয়া লইয়া বলিল—দাসু, আমি কত কষ্ট পাই…

আবার ঐ কথা !

নকুল করুণকণ্ঠে বলিল—বল্‌ব না ?

না। না। না। হয়েছে ত ?

নকুল বলিল—আমি বল্‌ব !

মরগে যা খুসী বল্‌গে যা !—বলিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া গেল।

নকুল দাওয়ায় উঠিয়া পড়িয়াছিল, ডাকিল—দাসু !

আবার !

একটা কথা শোন।

দাসী মুখ বাহির করিয়া বলিল—কি ?

নকুল ভয়ে-ভয়ে আস্তে-আস্তে কহিল—তোমাকে আমি...

দাসী কটমট করিয়া চাহিল।

নকুল ঢোঁক গিলিয়া বলিল—সত্যি দাসু, বাবা তারকনাথের দিব্যি...

তারকনাথের নামে দাসীর ঝাঁজ আর ততটা রহিল না। তবে করুণাও যে বিশেষ হইল, তা নয়। তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল—কি বল্‌ছিস্‌ কি?

দাসু, তোমাকে আমি...

কি?

ভা...

তা জানি! মুখপোড়া!

তবু তুমি...

বলি নি তো'কে...

নকুলের মুখ বেদনায় আড়ষ্ট হইয়া গেল।

দাসী পূর্বের মতই বলিল—বলি নি মুখপোড়া, বিয়ে কর্‌!

সে যে হবার নয়, দাসু!

দাসী আবার জ্বলিয়া উঠিল; বলিল—না হবার হয়, না হোক্‌।

নকুল কিন্তু-স্বরে কহিতেছিল—কিন্তু আমি ত...

দেখ্‌ নক্‌লো—বলিয়া দাসী ঝাঁটা হাতে বাহির হইয়া আসিল।

নকুলের ভয় হইয়াছিল, সে আড়ষ্ট হইয়া চাহিয়া রহিল।

দেখেছিস—জমিদার ?

নকুল নির্বাক।

ফের যদি শুস্তে পাই - বলে দেব।

নকুল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তুমি এমন দাসী!

হ্যাঁরে মুখপোড়া!—দাসী মুখ বাঁকাইয়া বলিল—এমন দাসী! কেন এতো ভালবাসা, বিয়ে কর-না, তা'তে ত আর আমি না বলছি নে।

বিয়ে!

হ্যাঁ—বিয়ে!

তা যদি হ'বার হ'ত...

হবার নয় ?

নকুল কাতর স্বরে বলিল—লোকে যে তাই বলে দাসু!

কি বলে ?

বলে ?

থামলি কেন, বল্-না শুনি ?

বলে, তোমার মা...

বেরিয়ে গেছল, কেমন ?

নকুল ঘাড় নাড়িল। নিজের মুখে দাসুকে সে কথা সে বলিতে পারিত না; দাসু নিজে বলিয়া কাজটা অনেক

খানি হাল্কা করিয়া দিয়াছিল। সে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ, তাহাই বটে!

দাসী বলিল—তাই বলে বিয়ে হবে না?

নকুল সামাজিক বন্ধনের উপর প্রীত ছিল না, বলিল—তাই ত বলে!

গৌরীর মেয়ের বিয়ে হল না?

কোন্ গৌরীর?

দাসী দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিল—তোমার গুণধর বোন্ গৌরীর গো! তার মেয়ের বিয়ে হল কি করে?

সে ত বেরিয়ে যায় নি!

দাসী মুখ বিকৃত করিয়া বলিল—তা যায় নি বটে! কতবার ধরা পড়েছে?

নকুল নির্বাক! গৌরীর কাণ্ড কারখানা সবই সে জানিত, কিন্তু তাহার প্রসঙ্গে যোগ দেয় সে কিরূপে!

দাসী বলিল—মুচি হয়েছে, ডোম হয়েছে, এখন ত জোলার পালা!

নকুল তবুও নির্বাক!

হ্যাঁ হ্যাঁ, মাঝে হাড়ী ঠাকুরও হয়ে গেছেন। তার ত মেয়ের ঠিক বিয়ে হল!

নকুল এ-সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না।

দাসী বলিল—যা তোর বাবাকে জিজ্ঞাসা করে—ফের আসিস্! নইলে নয়!

নিষেধাজ্ঞা শুনিয়া নকুলের যন্ত্রণা বাড়িল বই কমিল না।

দাসী বলিল—যা বলছি!

নকুল উঠিয়া পড়িল।

একটু দাঁড়া, বলিয়া সে ঘরে ঢুকিল; কুলুঙ্গীতে মালা-চাপা কয়টা পয়সা ছিল, তিনটা উঠাইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—তোর শশার দাম নিয়ে যা!

নকুল তখন বেড়ার ফটকের কাছে; মুখ না ফিরাইয়াই বলিল—দূর!

দাসী চেঁচাইয়া বলিল—দূর নয়—নিয়ে যা!

নকুল বলিল—নোব না।

নিবি নে ত?

না।

তবে—এই দেখ্—বলিয়া টান মারিয়া পয়সা তিনটা বাড়ীর সামনের ডোবাটায় ছুড়িয়া দিল।

ছিনিক্ করিয়া একটু শব্দ হইল, ডোবার সেই স্থানের জলটা একটু নড়িল। দাসী ক'খানা বাসন লইয়া উঠানের কোণে মাজিতে বসিল।

গৌরীর অবস্থাটা ঠিক কি রকমের হইয়াছিল, তাহা বলা একটু শক্ত। কারণ বাহির হইতে কোন রোগের লক্ষণ দেখা না যাইলেও ভিতরটা গৌরীর পুড়িয়া ঝুড়িয়া খাক্ হইতেছিল; অম্লশূলের বেদনা গৌরী কিরূপ জানে

না কিন্তু আজ তাহার এমনইএকটা বেদনা ধরিয়াছিল যে কাটা কৈ মাছ-ও তেমন যাতনায় ছট্‌ফট করে কি-না সন্দেহ। আহারে বসিয়া গৌরী খাইতে পারিল না, উঠিয়া পড়িল; পাণ দোক্তায় তাহার প্রাণ, সেই পাণের ডাবা, দোক্তার কৌটায় গৌরী আজ হাতই দিতে গেল না; দুপুরবেলা গাঁয়ে-ঘরে ঘুরিয়া না বেড়াইলে গৌরীর দিন কাটিত না, সেই গৌরী সারাদিন চণ্ডীমণ্ডপে চাপ-টালি খাইয়া বসিয়া কাটাইয়া দিল। ঘরে বুড়া বাপ, রোগের যন্ত্রনায় গোঙাইয়া মরিতেছে—তবু সে উঠিল না, উ কিটা অবধি মারিল না। বাপও জানিত না যে সে বাড়ীতে আছে, কারণ এ সময়ে বাড়ী থাকা তাহার অভ্যাস নয়, বাপ গোঙাইয়া গোঙাইয়া বার বার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া মড়ার মত পড়িয়া রহিল।

গৌরী আড়ষ্ট, অচল।

সে শুধুই ভাবিতেছিল, দাসী শ্রেষ্ঠ কিসে! গৌরীর রূপের কাছেও কি সে দাঁড়াইতে পারে? পরিষ্কার ঝরিষ্কার, ফিট ফাট—এ সকলেও দাসী তাহার পায়ের নখের যুগ্যি নয়; কথায় বার্ত্তায়, চাল চলনেও গৌরী তাহার মত হাজারটার উপরে আছে, তবে সে কিসে শ্রেষ্ঠ!

দাসী যে সতিাঘরের গৌরীর দাসী হইবার যোগ্য-ও নয়, এতদিন গৌরী তাই জানিত; শুধু জানিত নয়, ঠিক সেই ভাবেই ব্যবহার করিত; কখনও একটা ভাল মুখে

কথা বলিতে চায় নাই, দাসী যদি পথ চলিতে ছুঁইয়াছে, হাজার কথা, লক্ষ কথা তাহাকে শুনাইয়া দিয়া তবে ছাড়িয়াছে, সেদিনও পড়শীদের ধরিয়া, উদ্যোগ করিয়া চোরের সাজা লইতে তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিল, আর আজ! সব উলোট-পালোট হইয়া গেল!

তাই বা ক'দিনে? দু' দশ বৎসর হইলেও বা বুঝিতাম! গৌরী বুড়ী থুড়ি হইয়া গেলে, এ খবরে তাহার দুঃখ বা আপশোষ হইত না। কিন্তু এ-কি কাণ্ড হইল!

গৌরীর পূর্ব ইতিহাসটা শুনাইতে ইচ্ছা করে না; তবে এ-টুকু না বলিলেও হয়ত অন্যায় করা হইবে যে গৌরী নিজ ও আশে-পাশের দুই চারিখানা গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু জেলে-মালার ঘরের যুবকদের কাছে 'উর্বশী'বৎ সম্মান পাইত ও সেটা বিধিমত উপায়ে আদায় করিয়া লইত।

শুধু জেলে-মালা নয়, ভগবান ইহাকে যে রূপ দিয়াছিলেন তাহাতে সে অঞ্চলের ভদ্রলোকদিগকেও গৌরী দস্তুর মত নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িত; দুঃখের বিষয় ভদ্রলোক,—ব্রাহ্মণ কায়স্থ যে-কয় ঘর সে-দিকে ছিল, আর্থিক অবস্থা কাহারই ভাল ছিল না, কাজেই গৌরী নাস্তানাবুদ করাটা নিতান্ত অভ্যাসের দোষেই করিয়া ফেলিত, স্বেচ্ছায় বা স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে করা দরকার মনে করিত না।

কিন্তু ইহা যে গৌরীর একেবারে অজানা, অজ্ঞাত

কমনা ! জমিদারকে সে আগেও অনেকবার দেখিয়াছে, তাহার সুন্দর সুকুমার চেহারাখানির দিকে চাহিতে চাহিতে তাহার মনটার ভিতরে কেমন-কেমন করিয়াছে, তা'ও সত্য, তবে নিতান্ত ছেলে-মানুষ, দুধের ছেলে বলিয়া গৌরী সেদিকে মন দেয় নাই। এই জমিদারটিকে তাহারা জন্মিতে দেখিয়াছে, নগ্নগাত্রে ধূলি কাদা মাখিয়া খেলা করিতে দেখিয়াছে, আজও তাহাকে দেখিলে বাৎসল্যের উদয় হয়—গৌরী সে দিকে মন দিবে কেন ?

মন না দিবার আরও একটা কারণ ছিল।

অমলাঙ্গ হঠাৎ 'জমিদার' হইয়া এতই দোর্দণ্ড প্রতাপে 'রাজ্যশাসন' করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে দেশের মধ্যে ভারি একটা থমথমে ভয়-ভয় ভাব জমিয়া উঠিয়াছিল। অকালপক্ব বালকের হাতে এত বড় জমিদারীর ভার পড়ায় সে-যেন হাতে মাথা কাটিয়া বেড়াইতেছিল, তাই গৌরী অমন প্রিয়দর্শন লোকটির প্রতি কুদৃষ্টি দিতে সাহস করে নাই।

আজ গৌরীর মনে হইল, সে কি ভুলই করিয়াছে ! এ ভুলের আর শেষ নাই ! এ ভুলের আপশোষ তাহার মাথা কুটিলে ঘুচিবে না, মরিলে জুড়াইবে না, এমনই ভুল, এত বড়ই সে ভুল ! হায় হায় ! মাথাটা যে তাহার তালের খুঁটিতে ছেঁচিয়া ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হইতেছিল ! আর সেই সঙ্গে ইচ্ছা হইতেছিল দাসীর মাথাটাও ছেঁচিয়া

দিয়া আসে। কিন্তু দাসীর ছায়া মাড়াইতে তাহার আর সাহস ছিল না।

আজ দাসী কোথায়—আর সে কোথায়?

রাইমণির সুখ দুঃখের জ্বালা যন্ত্রণার কথাবার্ত্তা সবই হইত গৌরীর সঙ্গে। রাইমণি হাট হইতে ফিরিয়া বিস্কুটের টীনটা দাসীর হাতে দিয়াই ছুটিয়া আসিলেন গৌরীর সদনে!

গৌরী সেই মাত্র হাই তুলিতে তুলিতে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়াছে, রাইমণি দর্শন দিলেন। নকুল বাড়ীতে আছে কি বাহির হইয়াছে জানিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন—তোরা ত কিছু দেখবি নে গোরী, ছোঁড়া যে বয়ে গেল একেবারে। বুড়ো বাপ রোগে শয্যাশায়ী, পয়সা 'আবানে' চিকিচ্ছে হচ্ছে না আর নকূলো কি না লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা জোগায়, কাপড় জোগায়...

গৌরী শশব্যস্তে কহিল—কোথায় গা মাসি?

তাই ত বলি বাছা, তোরা থাকা না থাকা, মিথ্যে! এত কাণ্ড হয়ে গেল, কিছুই জানিস্ নে?—রাইমণি আকাশ হইতে পড়িলেন; সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল।

গৌরী বলিল—কৈ না ত মাসি, কিছুই জানি নে ত!

হুঁ—বলিয়া রাইমণি অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন; তার পর নকুলের গৃহে অনুপস্থিতির সংবাদটি আর একবার

জানিয়া লইয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া কহিলেন—দাসীর গভ্ভরে পূরছে যে সব!

গৌরীর শঙ্কা কমিয়া গেল; সে অবজ্ঞা করার মত স্বরে বলিল—এই!

রাইমণির বিস্ময়ের অবধি ছিল না; গৌরী কথাটাকে উপহাসচ্ছি করিয়া উড়াইয়া দেয় যে! বুঝিতেছে না, ইহা হইতেই তাহাদের সর্বনাশ হইবে! বুঝিতেছে না, দুধ কলা দিয়া কাল সাপ পুষিতেছে, ছোবল মারিবেই মারিবে! সে কথা গৌরীকে বলিতে গৌরীর মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

গৌরী বলিল—তুমি কিচ্ছু জান-না মাসি!

সব অপবাদ রাইমণি সহিতে পারিতেন, ঐটি ছাড়া! তিনি সাত ঘাটের জলে স্নান করিয়া তবে জলগ্রহণ করেন, আর তিনি হইলেন, অজ্ঞ! রাইমণি মুখ ঝাপটা দিয়া বলিলেন—তুই বলিস্ কি-না গৌরী আমি যে সশ্চক্ষে দেখে এনু!

কি দেখে এলে?

গৌরীর মুখের হাসিতে রাইমণি মাসি ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিতেছিলেন, অতি কষ্টে বলিলেন—নকলোর দেওয়া টাকা, নকলোর দেওয়া কাপড়...

গৌরী বলিল—নকুলো দেয় নি মাসি!

মাসী ভাবিলেন, ভ্রাতৃস্নেহে গৌরী ভাইয়ের পক্ষ

লইয়া তাহার নির্দোষিতা জাহির করিতে চাহিতেছে। বাললেন—আমি দেখ্‌লুম…

নকুলোকে দিতে দেখেছ?

তুই বলিস্‌ কি-না?

ঠিক বল্‌ছি মাসি, নকুলো নয়, অন্য লোক!

মাসী মুখ বাঁকাইয়া, কি-রকম এক সুরে বলিলেন—অন্য লোক! কার এত মাথা ব্যথা পড়ে গেছে গা যে ঐ শ্যাওড়াতলার পেত্নীকে মিহি কালাপাড় ধুতি, চক্‌চকে টাকা দিতে আস্‌বে? ও ঐ হতভাগা নকুলোর কাজ, সেই বেড়ায় ছুঁড়ীর পেছনে-পেছনে, তারই কাজ!

গৌরী চটিয়া বলিল—না না তার নয়!

রাইমণি গোঁ দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন; তিনি অতঃপর ইহাই সাব্যস্ত করিলেন যে সর্বনাশ যখন সমাগত তখন লোকের বুদ্ধি সুদ্ধিও এইরূপ বিকৃতাবস্থা পাইয়া থাকে। তাহাদের তখন রক্ষা করিবার পরামর্শ লক্ষবার দিলেও তাহারা তাহা গ্রহণ করেনা। রাইমণি নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই ইহা বুঝিতেছিলেন।

গৌরী মাসীর খেদ শুনিয়া আর মনের ব্যথা গোপন করিয়া রাখিতে পারিল না, বলিল—মাসী দাসীর বরাত ফিরেছে…

আরও কি বলিতে বলিতে সে থামিল।

মাসী হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

গৌরী আশ-পাশ চারিপাশ দেখিয়া লইয়া বলিল—জমিদার!

দূর—হাড়হাবাতে ছুঁড়ী!—বলিয়া রাইমণি লাফ দিয়া উঠিলেন।

গৌরী দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল—মাইরী মাসী, দেখেছি।

রাইমণি রুচিকর সংবাদে বসিয়া পড়িয়া গৌরীকে নিবিড়ভাবে আপন করিয়া লইয়া বলিলেন—বল্ মাইরী?

মাইরী!

কি দেখ্‌লি?

গৌরী কাণে কাণে কি বলিল।

রাইমণি বলিলেন—মাইরী?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

রাইমণি নির্বাক।

গৌরী বলিতে লাগিল—আমরা ভাবতুম, ভাল ছেলে, ওমা, ভেতরে ভেতরে এত কাণ্ড!

রাইমণি বিজ্ঞের মত কহিলেন—তাই!

গৌরী কিছুই বুঝিল না, ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসিল—কি মাসি?

রাইমণি বলিলেন—রাজ্যের লোকের বাড়ী চুরী করে ধরা পড়ল, আর জমিদার অমনি অমনি ছেড়ে দিলে! বুঝিলি নে?

তা আর বুঝিনে !

রাইমণি গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন। ইহার চেয়ে অশুভ সংবাদ আর কি হইতে পারে ! দাসী যদি সত্য-সত্যই জমিদারকে ভুলাইতে পারিয়া থাকে তবে তাহাকে আর পায় কে ! সেই ত একদিন পাড়াসুদ্ধ লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া উঠিবে ! রাইমণি একটি ঘটনা জানেন, সেটা ঘটিয়া' পাঁচপাড়া গ্রামে, যেখানে তাঁহার এক ভগ্নীর বাস ! সে-দেশের জমিদার এক বাউরী রমণীর প্রেমে বদ্ধ হইয়া আছেন, বাউরী মাগীর কি পের-তাপ ! সেই হইয়াছে আসল জমিদার আর যে লোক জমিদার সে একেবারে ভেড়াটি হইয়া আছে। বাউরী মাগীর স্বামী দোতালা কোঠা পাইয়াছে, ধানের জমি পাইয়াছে, মাসে মাসে মাসোহারা পায়, সে একটা ঢুলে মেয়েকে লইয়া আছে। রাইমণি ইহাদের সকলকেই দেখিয়া আসিয়াছেন; তাহাদের কার কতখানি 'আম্পিত্য,' প্রতাপ তাহাও লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন।

গৌরীরও অবশ্যই ভাবনা ছিল, কিন্তু স্বতন্ত্র রকমের, তাহা পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে। সে মাসীকে অত্যন্ত চিন্তাকুল দেখিয়া ভাবিতেছিল, মাসীর এত ভাবনা কেন হইল !

রাইমণি কিন্তু বাস্তবিক জমিদারের হিতাকাঙ্খায় মগ্ন ছিলেন। 'তাঁহার চিন্তা প্রধাবিত হইতেছিল সে সময়ে

জমিদার বাটীর অন্তঃপুরের দালানটীতে! যেখানে বসিয়া নবীন জমিদারের বিধবা মাতা গ্রামের রমণীদের সহিত নানা গল্প গুজব করিয়া থাকেন। এই দুঃসংবাদটা যদি কোন সহজ ও গোপন উপায়ে তাঁহার কাণে তুলিয়া দিতে পারা যায় তবে যে সকল দিকেই সুবিধা হয় তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না; কিন্তু, ইহার মধ্যে একটা বিষম কিন্তু আসিয়া পড়িয়াছিল।

তিন মাস আগের কথা। উত্তর পাড়ায় একঘর বৈরাগী বাস করিত। তাহাদের পারিবারিক একটা হাঙ্গামা উপলক্ষে জমিদারের কাছারীতে তাহারা গিয়া পড়িয়াছিল। হাঙ্গামাটা স্ত্রীলোক ঘটিত। জমিদার সেই স্ত্রীলোকটার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিতে হুকুম দিয়াছিলেন। তাহারা এতখানি সাজা কল্পনাও করিতে পারে নাই। ঘরে ঘরে ঝগড়া, সেই স্ত্রীলোকটা কেবলই শ্বশুর বাড়ী হইতে পলাইয়া পলাইয়া যায়, তাহারা ভাবিয়াছিল, জমিদার কড়া করিয়া বলিয়া দিবেন, শায়েস্তা হইয়া যাইবে কিন্তু এই আদেশ শুনিয়া তাহাদের মাথাই ভাঙ্গিয়া পড়িল। আদেশ অমান্য করিবে, ঘাড়ে এমন মাথা ছিল না। তাহারা অবশেষে এক যুক্তি করিয়া অন্তঃপুরে মা'র কাছে খবর পাঠাইয়া দিল; জমিদার মাতা ব্যাপারটা কি জানিতে চাহিলেন—তাহারা দলবলে ধরণা দিয়া পড়িল।

জমিদারের কাণে সংবাদ পৌঁছিল। সেই রাত্রেই ঘর কাটিয়া নদীর জলে ত ফেলা হইল-ই; পরের দিন সকালে সেই কয় ঘরের মেয়ে পুরুষ সবাই মুণ্ডিত মস্তক হইয়া ঘোল-স্নান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গঙ্গা পার হইয়া গেল। আর তাহারা এগ্রাম মাড়ায় নাই। তাহাদের কিছু কিছু জমি জায়গাও ছিল, তাহাও খাস্ হইয়া গেল।

রাইমণির সেই ভাবনা হইতেছিল। তাঁহার অদৃষ্টে যদি তেমনই কিছু ঘটে! না, রাইমণি দুরাশা ত্যাগ করিলেন।

গৌরী জিজ্ঞাসিল—মাসি, এই দেখ্‌তে হ'বে?

রাইমণির দোষ যতই থাক্ অরুচি তাঁহার ছিল না; বলিলেন—দোষ কি!

গৌরীর জ্বালা ইহাতে বাড়িয়া গেল; গৌরী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—কি বলছ মাসি!

রাইমণি হাসিয়া বলিলেন—কি আর বল্‌ব বল!

গৌরী বলিল—অমন কথা বল' না মাসি! শেষে যে আর গেরস্তর বৌ-ঝি বাছ বিচার করবে না।

তা তো করবেই না লো।

অ্যাঁ!

রাইমণি এতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করিলেন না, বলিলেন—ভালই ত হ'ল গৌরী, জমিদার, টাকার আণ্ডিল...

গৌরীর সমাজ-হিত-চেষ্টা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল,

নাক মুখ ঘুরাইয়া বলিল—অমন ভালর মুখে এই খ্যাংরা... বলিয়া গৌরী সাত বার মাটিতে পা ঠুকিল। তারপর বলিল—গাঁয়ের লোক কিছু বলবে না ?

রাইমণি উল্টাদিকে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—উ হুঁ।

বৌ-ঝি নিয়ে টানাটানি করলে ও বলবে না ?

না।

তোমার মাথা!—গৌরী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আজ আসুক আন্দে, দেখ্‌ছি !

কি দেখ্‌বি লো ?

তুমি হাসছো মাসি ?

হাসবো না ত কি করব বল্‌! ঢোঁড়া সাপের অত আস্ফালন শোভা পায় কি? আন্দে তোর কি করবে লো।

কি করবে—তখন দেখো!

রাইমণি হাসিয়া বলিলেন—শুনিই না গো তুই-ই ত আন্দের মন্ত্রিণী !

দাসীকে গাঁ ছাড়া করবে, দেখে নিয়ো।

রাইমণি খুব জোরে হাসিয়া বলিলেন—আন্দের চোদ্দো পুরুষ এলেও পারবে না !

বলা বাহুল্য শ্রীমতী গৌরী জেলেনীর সহিত আন্দ নামধারী ধীবর-যুবকের বহুদিনের প্রণয়! তাহার চোদ্দো পুরুষকে টান দিতে, গৌরীরও গায়ে লাগিল; গৌরী

মুখখানা বাঁকাইয়া বলিল—তোমার বুঝি খুব আহ্লাদ হয়েছে মাসি!

মাসী মনের ব্যথা মনে রাখিয়া, মুখে বলিলেন—এক-জনের ভাল হয়, আনন্দ হবে না কেন—বল!

গৌরী এবার সব অপমান সুদ শুদ্ধ ফিরাইয়া দিতে, বলিল—তুমিও সেজে গুজে দাঁড়াও গে যাও, মাসী ভাল হতে পারে।

রাইমণি কিন্তু এত বড় অপবাদ গায়ে মাখিলেন না। অন্ধকে অন্ধ বলিলেই তাহার দুঃখ হয়, চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রঙ্গ বলিয়াই গ্রহণ করে। এ বার্দ্ধক্যে তাঁহার ভাল হইবার কোন আশাও যদি থাকিত, মাসী চটিতে পারিতেন না কিন্তু! হায়! এ যে সাতের কোটা চলিতেছে!

মাসী হাসিয়া বলিলেন—পোড়ারমুখী ছুঁড়ি, আমাদের ত চার কাল গেছে চলে, তোদের এই সময়, তোরা দেখ্!

একমূহূর্ত্ত থামিয়া মাসী পুনশ্চ কহিলেন—তুইই মুরুখ্যু গৌরী, সব দিকে দাসীর সেরা হ'য়ে—দূর!

গৌরী আর লাফাইল না, কথা কাটাকাটি করিল না, গুম হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া—কি জানি কি ভাবিয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেল; সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, প্রদীপ জ্বালিয়া বুড়ো বাপ্ কবে মরিবে তাহারই খোঁজ লইতে ঢুকিল।

রাইমণিকে যে লোকে শ্রদ্ধা করিত সে কি আর

অমনি অমনি! রাইমণি যে বলিয়াছিলেন, আন্দ কথাটিও কহিবে না, কার্য্যে ত তাহাই হইল। আন্দ সেই রাত্রে অম্লানমুখে কহিল—বাপ্ রে! জাত কেউটে!

গৌরী মেয়ে মানুষ হইয়া তাহাকে অভয় দিতে লাগিল। কিন্তু ভীরু আন্দ জিব্ কাটিয়া সারিয়া বসিল। গৌরী যখন অপ্রসন্ন ভাবে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল, তখন আর পারিল না, বলিল—উত্তর পাড়ার বৈরাগীদের কথা মনে আছে গৌরী?

এতক্ষণ ছিল না, এক্ষণে ধাঁ করিয়া মনে পড়িয়া গেল; আর গৌরীর আশা নিমিষমধ্যে চুরমার হইয়া গেল।

আন্দ ও-সকল বাজে কথায় সময় কাটাইতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। গৌরীকেও ও-সকল পর-চিন্তায় মাথা ঘামাইতে বারণ করিয়া কাছে ডাকিল। নানা কথায়, গল্পে গৌরীর মনরঞ্জনে ব্যাপৃত হইল।

আন্দ যাই বলুক, কথাটা বাজে আদৌ নয়। বাজে হইলে কি গ্রামশুদ্ধ লোক ঐ একটা কথা লইয়া মাতিয়া উঠিত, না, কায কর্ম ছাড়িয়া তাহারই আলোচনায় দিবা-রাত্রি কাটাইয়া দিতে পারিত! মধু স্বর্ণকারের দোকান, পচা সরকারের যাত্রার আখড়া যেখানে পাঁচজন মিলিয়াছে সেখানেই ঐ কথা!

দু'একজন বাহিরের সাক্ষীও জুটিয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার শচীন সরকার প্রধান। 'শচীন

'সশ্চক্ষে' দেখিয়াছে, ডাক্তারবাবু বিনা ভিজিটে নিত্য দাসীর ভ্রাতাকে দেখিতে যান ; আবার স্বয়ং তদ্বির করিয়া হাঁসপাতালের লোক দিয়া ঔষধ পাঠাইয়া থাকেন। মূলে জমিদার না থাকিলে কি এরূপ হইতে পারিত ?

সেদিন অপরাহ্নে মধু স্বর্ণকারের দোকানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাক (নিম্নশ্রেণীর) তিনটি হুঁকার মাথাতেই আগুন জ্বলিতেছিল'; লোকে লোকারণ্য ; আমাদের রাইমণি মাসীও তাঁহার বাজারের ঝুড়িখানি নামাইয়া নেকড়ার বিঁড়েটিকে পিঁড়ি করিয়া বসিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, জমিদারের অধঃপতনের জন্য শোক প্রকাশই করা হইতেছিল, এমন সময়ে পঞ্চাশ জোড়া চক্ষে তাক্ লাগাইয়া সশরীরে স্বয়ং দাসী আসিয়া ডাকিল—মামা !

মধুকে ছেলে বুড়ো সবাই মামা বলিত।

মধু ছোট্ট হাতুড়ীটা হাপরের পাশে ফেলিয়া, ভিড় কাটাইয়া বাহিরে আসিয়া হাস্য-প্রফুল্লমুখে কহিল—কিরে —দাসু !

দাসী একবার ঘরসুদ্ধ লোকের পানে চাহিয়া লইয়া, বলিল—আমাকে একখানা গয়না করে' দেবে মামা ?

কি গয়না—বল্ !

গিণির মালা।

মধুর জিবটা আড়ষ্ট হয়-হয় হইয়াছিল, বলিল—গিণির মালা ! সে-যে অনেক টাকা লাগবে রে রাক্ষুসি !

দাসী অগ্রাহ্যভরে কহিল—কত টাকা মামা ?

মধু ভাবিতেছে, দাসী বলিল—দু'শ টাকায় কি হয় না মামা ?

দু'শ টাকায়! তা—এই ধরণা! দশখানা গিণির দামই ত হোল—তোর, একশ' ষাট টাকা, তারপর তার আছে, সে ও ভরি দুই লাগবে—আট চল্লিস টাকা, ধর না, বাণী জানিসই ত, আট টাকার কমে আমি করি নে, পেঁচো সেঁকরা করে বটে, তা কারিকরও তেমনি!

গ্রামের অন্য প্রান্তে নূতন একঘর স্বর্ণকার বাস করিতেছিল, মধু উদ্দেশে তাহাদের দেখাইয়া দিল। তারপর বলিল—দু ভরিতে আট-টাকা করে' হলো তোর গিয়ে—ষোল টাকা, হোল ত! সবসুদ্ধ কত হল, তা'লে ?

দাসী হাসিয়া বলিল—আমি জানব কি করে মামা!

মধু আর একবার হিসাব করিয়া বলিল—দু'শো পাঁচিশটাকাই ধর, পড়বে!

দাসী বলিল—ক'দিনে গড়ে দিতে পারবে ?

তা—শীগ্‌গিরই দিতে পারব।

খুব শীগ্‌গির ?

হ্যাঁ রে হ্যাঁ, খুব শীগ্‌গির! কবে চাস্—তুই বল্ না।

আমি ত কালই চাই মামা

মধু হাসিয়া বলিল—ঘরে গিণি থাক্‌লে তা'ও দিতুম,

তা'ত নেই! শহর যেয়ে গিনিটা আস্তে হবে কি-না তাই যা দু'চারদিন সময় লাগ্‌বে!

দাসী বলিল—আজ হাটবার, আস্‌ছে হাটবারে দিতে পারবে।

মধু নিঃসংশয়ে কহিল—ওঃ, তা খুব পারব!

কত টাকা আগাম দিতে হবে বল?

তা—দু'শই দে! বাকীটা পরে দিস্।

দাসী হাসিয়া বলিল—তা হলেই দেরী করার তোমার সুবিধে হয়, না মামা!

না রে না—বলিয়া মধু লুব্ধ দৃষ্টিতে দাসীর বাম-হস্তের দিকে চাহিল।

দাসী বামহস্তে নোটের তাড়া ধরিয়াছিল; কথা শেষ হইতেই নোট গণিতে আরম্ভ করিল। পাঠিকা সুন্দরী, একবার দয়া করিয়া, দাসীকে ছাড়িয়া মধু স্যাকরার দোকানের লোকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! দেখুন—কি অবস্থা, জীবিত কি মৃত ঐ লোকগুলি সন্দেহ হয় কি-না আপনিই বলুন!

কুড়িখানা নোট দাসীর হাতে ছিল, দাসী গণিয়া মধুর হাতে দিয়া, প্রাণখোলা হাসিতে মুখ ভরাইয়া লইয়া বলিল—দেরি কর যদি, ভাল হ'বে না—মামা!

না রে না, দেরি হবে না। হাটবারে ঠিক এমনই সময় আসিস্—পাবি।

দাসী গর্বভরে তরুণ দেহখানি দুলাইতে দুলাইতে স্থান ত্যাগ করিল। আর যতগুলি লোক ঘরে ছিল, সব নির্বাক-বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। বলিবার একবর্ণ আর কাহারও কিছু ছিল না।

কিন্তু রাইমণি এ-রকম হতভম্বর মত বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; বলিলেন—কিগো বাছারা সব! বলি বাক্যি হরে গেল না-কি?

নিতাই ও সভায় উপস্থিত ছিল, বলিল—তাই ত মাসি! এযে এক্কেবারে অনাছিষ্টি কাণ্ড!

মধু বলিল—যাই বলিস্ বাপু, ছুঁড়ির মনটা ভাল।

রাইমণি ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া কহিলেন—তোমার কাছে ত ভাল হবেই বাছা, হাতে......দিয়ে গেলে কে আর ভাল না-হয় বল!

নিতাই রাইমণির কথা সমর্থন করিল।

পরেশ ধাড়া বলিল—ভাল, ভাল,—ভাল হলেই ভাল! আমাদের দেখেই সুখ!

রাইমণি ব্যঙ্গের স্বরে কহিলেন—তোমাদের মত বেটা-ছেলের দেখেই সুখ বটে! তার বেশী সাধ্যি কি!

পরেশ রাগান্বিত হইয়া বলিল—আমরা করব কি শুনি?

এ একটা সমস্যা! সকলেই এই প্রশ্নের উত্তর জানিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিল।

রাইমণি বলিলেন—তোমাদের মেসোদের কালে হ'লে,

দাসীর নাম গন্ধ লোকে আর টের পেতো ! কোন্ গঙ্গা-পারে পাঠিয়ে তবে ছাড়ত !

পরেশ বলিল—মেরে ফেল্‌তো ?

একেই বলে হাঁ করা গঙ্গারাম লোক ! মেরে ফেল্‌তে যাবে কেন বাপু। তা ছাড়া কি আর উপায় নেই ?

অনেকেই কি ? কি ? করিয়া উঠিল।

রাইমণি বলিলেন—গেরাপু করে ফেল্‌তো !

গেরাপু !

হ্যাঁ গো হ্যাঁ ! উধাও হয়ে যেত।

গাপ্—বল মাসি !

তাই—বাপু তাই !

পরেশ বলিল—তাতে আমাদের লাভ ?

রাইমণি হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়া বলিল—জাতের মুখে চূণকালী পড়তে দিত না।

অনেকের মনে কথাটা লাগিল বটে তবে পরেশের লাগিল না; বিবেচক বুদ্ধিমান বলিয়া তাহার একটু নাম-ডাক তাহাদের সমাজে ছিল।

সে বলিল—ও ছুঁড়িত জাতের বার হয়েই আছে মাসি !

কিসের জাতের বার বাপু পরেশধন ?

কেন মাসি, ওর মা...

রাইমণি বলিলেন—অমন কত লোকের মা কত কাণ্ড করেছে।

কিন্তু তাদের নামে ত কেউ বলে না।

সে—তোমার নিতাই কাকাকে জিজ্ঞেস্ কর!

সত্য মিথ্যা জানি-না, লোকে বলে নিতাই হতাশ প্রেমিক হইয়া দাসীকে শিক্ষা দিবার জন্যই ঘোঁট করিয়া তাহাকে জাতে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। দাসীর মা অন্যায়টা করিয়াছিল সত্য কিন্তু তেমন অন্যায় করে নাই, পাড়ার এমন একটা ঘরের মেয়ে আছে! তবে দাসী ছুঁড়ির তিন কুলে কেহ নাই, একজন পুরুষ অভিভাবক পর্য্যন্ত নাই, তাহার বিরুদ্ধে লাগা খুবই সহজ!

পরেশ কিছুই জানিত না, নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—কি খুড়ো?

নিতাই—কি আবার!—বলিয়া ভুড়ুক ভুড়ুক করিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিল।

পরেশ উত্তর না পাইয়া চুপ করিয়া গেল। আর সকলে রাজায় রাজায় যুদ্ধের ফলাফলের নিরীক্ষণ করিতেছিল, চুপচাপ হইল দেখিয়া, তাহারাও হুঁকা টানাটানি করিতে লাগিল।

রাইমণি নেকড়ার বিঁড়েটাকে বিঁড়ে করিয়া মাথার তালুতে বসাইতে বসাইতে কহিলেন, কিন্তু তা'ও বলে রাখি বাছারা, ঐ দাসীই যদি তোমাদের মুখে পয়জার না মারে, রাইমণি এক বাপের……

বলিয়া রাইমণি ঝাঁকাখানি মাথায় চাপাইয়া হন্ হন্ করিয়া প্রস্থান করিল।

তিনটা হুঁকার শব্দ স্তব্ধ হইয়া গেল; মানুষগুলা মেষ হইয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া—যে যার ঘরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। কেবল মধুই নোটগুলাকে নাড়িয়া চাড়িয়া অশেষ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সত্য কথা যদি সত্যই বলিতে হয়, তবে নিঃসন্দেহে আমি বলিব যে কি পুরুষ কি রমণী দৃশ্যটা সবাইকারই চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছিল। দাসী, যাহার পরণে তালি দেওয়া বস্ত্রও একখানি জুটিত না, শত ছিদ্র মধ্য দিয়া দেহের সকল অংশই বাহির হইয়া থাকিত, মাথায় যাহার তৈলাভাবে ধূলা উড়িত, গায়ে যার সাতপুরু ময়লা, দুর্গন্ধ,—সে যে গিণির মালা পরিয়া, ফিন্ ফিনে ফর্সা কালা পাড় ধুতি পরিয়া গ্রামেরই পথ দিয়া চলা ফেরা করিবে এ দৃশ্য দেখিতে পারে, কে বল?

বস্তুতঃ দৃশ্যটা কাহার চক্ষে ভাল লাগে নাই, দু'জন ছাড়া।

একজন শতবার, শতকাজ ফেলিয়া প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে, আড়ালে-আবডালে দাসীর নবীন শ্রী, নবীন রূপ, দেখিয়া যাইতেছিল; আর বুকের মধ্যে সে রূপ আঁকিয়া কাযে-কর্ম্মে বিমনা হইয়া পড়িতেছিল। মাছ

ধরিতে জাল ফেলে, আবেশে হাতের বল লোপ পায়, জাল সমান ভাবে ছড়াইয়া পড়ে না, জলের তলে মাছের দল উপহাস করিয়া চলিয়া যায়; দাঁড় টানে তবু নৌকা যেন এক রশি এগোয় না; পিতা মৃত্যুশয্যায়, তাঁহার পথ্য-ঔষধের জন্য পয়সার দরকার, সেই পয়সা রোজগারের কোন চেষ্টাই করিতে পারে না, সেই রূপ, যৌবনান্দোলিত সুচিক্কণ দেহ—তাহাকে অলস, অবশ করিয়া দেয়!—অভাগা সে—নকুল!

আর এক জন, জমিদার!

দাসী আজ সকালেই আসিয়াছিল। হারগাছি তখন গলায় ছিল না; হাতের মুঠায় পুরিয়া কাপড়ের মধ্যে করিয়া আসিয়াছিল। জমিদার সকালে গোলবারান্দায় বসিয়া গোমস্তার নিকট হিসাব বুঝিতেছিল, অবগুণ্ঠনবতী দাসীকে দেখিয়াই গোমস্তাকে বিদায় দিতে বলিল—দুপুর বেলা আন্‌বেন এগুলো।

গোমস্তা নীরবে খাতা-পত্রগুলা বগলদাবায় চাপিয়া চলিয়া গেল বটে তবে যাইবার সময় চশমার উপর দিয়া এমন এক শানিত দৃষ্টির দ্বারা দাসীকে দেখিয়া লইল যে সুধু দাসী নয়, জমিদার পর্য্যন্ত একটুখানি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্ত! দাসীকে জমিদারের ভাল লাগিয়াছিল।

বলিল—কি দাসী কিছু বল্‌তে এসেছ ?

দাসী নীরবে মাথা নাড়িয়া, বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে হাতটি বাহির করিয়া গিণির মালাটি দেখাইল।

অমল সহর্ষকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—আজ পেলে ?

দাসী নম্রকণ্ঠে উত্তর দিল—না, কাল পেয়েছি। কাল এসেছিলুম, দেখা পাই নি।

ওঃ ঠিক, কাল বিকেলে—বোধ হয় ?

হঁ্যা।

আমি ছিলুম না বটে। তা পছন্দ হয়েছে ?

দাসী লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া গেল।

অমল আবার জিজ্ঞাসা করিল—পছন্দ হয়েছে ত ?

দাসী ঘাড় নাড়িল।

অমল হাসিয়া বলিল—ভাল পছন্দ হয় নি, না ?

দাসী হতভম্ব হইয়া বলিল—হয়েছে ত !

কৈ হয়েছে ! পর নি ত !

দাসী মাথা নীচু করিল।

অমল স্নেহস্বরে বলিল—পর দেখি।

তবুও দাসী হারগাছি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া অমল হাসিয়া বলিল—এই বুঝি পছন্দ হয়েছে তোমার ? পরতেই ইচ্ছে হচ্ছে না !

দাসী লজ্জায় জড়সড় হইয়া মুখটা ওদিকে ফিরাইয়া বলিল—পরছি। হারটি পরিয়া খুট করিয়া খিলটি আট-

কাইয়া এদিকে ফিরিল। মুখটা নত ছিল বলিয়াই হৌক, অথবা বসনাচ্ছাদিত থাকার দরুণই হৌক অমল হার দেখিতে পাইল না। অবশ্য সে যে পরিয়াছে, অনুমানে তাহা বুঝিলেও বলিল—কৈ পরলে না ?

পরিছি।

দেখি।

দাসীর বড় লজ্জা হইতে লাগিল। জমিদার বয়সে তাহার চেয়ে ছোট বটে ; যে বয়স তাহার সে বয়সের কোন লোকের সঙ্গে গাছে উঠিয়া আম পাড়িতেও দাসীর লজ্জা-সরম হইত না সত্য কথা কিন্তু এ-যে স্বয়ং জমিদার !

অমল মুখটা ভার-ভার করিয়া বলিল—থাক্ ! আর কি খবর বল ?

দাসী বুঝিল, জমিদার বিরক্ত হইয়াছেন ! সে তাড়াতাড়ি গলার কাছের কাপড় একটু সরাইয়া মালাগাছি তুলিয়া ধরিল। ফর্সা কাপড়খানির উপর গিণিগুলি জল্ জল্ করিয়া উঠিল।

অমল প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল—দিব্যি মানিয়েছে ত !

এ কি—সুখ্যাতি ! দাসীর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল ; পা দু'টা টল মল করিল, দাসী মুখখানা বুকে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

অমল বলিল—ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। আর খুল না।

পোড়ামুখী দাঁড়ায় কেমন করিয়া ! পা দুটা যে

তাহাকে ধরিয়া ঢুলাইয়া দিতেছিল, দাসী গলার কাপড়টা সরাইয়া হারগাছি ভিতরে ঢাকিয়া দিয়া দাঁড়াইল।

অমল মনে মনে হাসিল, মুখে কিছু বলিল না। বরং সে-দিনের চোর-দাসীকে যেরূপ পরুষ ও নির্লজ্জ দেখিয়াছিল, সেই দাসীরই এই শীলতা ও লজ্জাটুকু তাহাকে অপার আনন্দ দান করিল।

দাসীর যে আরও কিছু বক্তব্য আছে অমল তাহা বুঝিতেছিল; বলিল—আর কিছু বল্‌বে?

দাসী বলিল—পঞ্চা বলে সব ছেলে ইস্কুলে যায়··· দাসী থামিল।

অমল তাহার বক্তব্য জানিতে পারিয়াছিল কিন্তু এত অভয় দিবার পরেও সে-যে নিঃসঙ্কোচে কথা বলিতে পারিতেছে না ইহাতে সে একটু ক্ষুণ্ণই হইয়াছিল, তাই জানিয়াও জানিল না। বলিল—হ্যাঁ। তার পর?

দাসী অত্যন্ত জড়িতকণ্ঠে কহিল—সে'ও যেতে চায়।

অমল খুসী হইয়া বলিল—এ কথা বল্‌তে তোমার এত লজ্জা হচ্ছিল কেন দাসী?

দাসী নীরব।

অমল বলিল—বেশ ত! তাকে যেতে বলো, ইস্কুলের মাষ্টারকে আমি বলে দোব।

কৃতজ্ঞতার আলোয় দাসীর মুখ জ্বল্-জ্বলে হইয়া উঠিল।

অমল বলিল—আর কিছু বলবে ?

তার বই কিন্‌তে হবে...

তা হ'বে বৈ-কি !—বলিয়া অমল ভৃত্যকে ডাকিল। গোমস্তাবাবুর নিকট হইতে দশটা টাকা চাহিয়া আনিতে হুকুম দিল।

দাসী বলিল—অত চাইনে ত !

অন্য খরচও ত তোমার আছে !

ভৃত্য অদৃশ্য হইল, অমল স্নেহভরা কণ্ঠে বলিল—আমার কাছে কথা বলতে তোমার এত লজ্জা কেন দাসী ! আমি ত তোমায় বলে দিয়েছি, যখন যা দরকার হবে—এসে বল্‌বে ! তবু লজ্জা ?

দাসীর ভিতরে কি হইতেছিল, আমি জানি না। মূর্খ, অনক্ষর ধীবর কন্যার হৃদয়ে পুলকের বন্যা বহিল কি শোকের স্রোত বহিল, বুঝিতে পারিলাম না, সে কেবল ভাবিতেছিল —এই জমিদার ! কত ভয়ই না ইঁহাকে লোকে করে !

অমল বলিল—আমি যে এতে কত সন্তুষ্ট হই তা আর কি বলব তোমাকে ! আরও যত সহজ ভাবে তুমি আস্‌বে, আমার তত আহ্লাদ হবে, বুঝলে ?

দাসী বুঝিয়াছিল।

ভৃত্য টাকা আনিয়া প্রভুর হাতে দিয়া প্রস্থান করিল। অমল টাকা কয়টি গণিয়া দাসীর দিকে বাড়াইয়া বলিল—নাও।

দাসী কুণ্ঠিত হস্তদ্বয় অগ্রসর করিয়া দিল।

অমল বলিল—বুধবারে এমনি সময়ে একবার এসো। কিছু টাকা কড়ি নিয়ে যেয়ো, আমি সেই দিনই রাত্রে শহরে চলে যাব, আস্‌তে দেরী হবে।

আস্‌ব—বলিয়া দাসী টাকা দশটা আঁচলে বাঁধিল; তার পর টাকা সুদ্ধ আঁচলটি গলায় জড়াইয়া, নতজানু হইয়া প্রণাম করিল।

অমল একটু ব্যস্ত হইয়া থাক্ থাক্ করিয়া উঠিল কিন্তু দাসীর সে কথা কাণে গেল না; প্রণাম করিয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া, আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে চলিতে লাগিল। তাহার সর্বাঙ্গ বেড়িয়া লজ্জার একটি নিবিড় ভাব ফুটিয়া তাহার গমন মন্থর ও সুন্দর করিয়া তুলিতেছিল যাহা দেখিতে দেখিতে অমলের সেই দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল, যে-দিন এই মেয়েটাকেই চারজন লোক সজোরে ধরিয়া তাহারই বৈঠকখানায় খাড়া দাঁড়' করিয়া রাখিয়াছিল। আজ কে বলিবে এই সে!

বুধবারের কথাটা আর একবার মনে করাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল কিন্তু এত বিলম্বে জ্ঞান হইল যে চটি পায়ে না দিয়াও সিঁড়িতে আসিয়া আর দাসীকে দেখিতে পাইল না। রেলিঙে ভর দিয়া, ঝুঁকিয়া দেখিল, নাই! অমল ফিরিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল।

বেলা আটটা বাজিয়াছে। প্রভাত-সূর্য্য-কিরণ-

ঝলকিত সুরম্য চিত্রশোভিত আনন্দ রঙিন তরুণ যুবকের মনখানি এক অজানা আনন্দে ভরিয়া উঠিল; মনের ভিতর যেন রাগ-রাগিণীর আলাপ চলিতে লাগিল, বারান্দার গাত্র বিলম্বিত কাশ্মীরের দৃশ্যাবলী জীবন্ত হইয়া চক্ষে মাধুরী বর্ষণ করিতে লাগিল, অমল চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল।

কি ভাবিতে লাগিল? পাঠক নিশ্চয়ই ভাবিতেছেন, দাসীর রূপ! পাঠিকা-রাণী মৃদুমন্দ হাস্যের সহিত বলিতে-ছেন, নহিলে উপন্যাস হইবে কেন বাপু!

আসলে কিন্তু ইহার একটাও নয়, আমি হলপ করিয়া বলিতেছি।

অমল ভাবিতেছিল, কি জঘন্য ঘৃণ্য জীবন সে যাপন করিতেছিল। অভাবে, লোকের অনাদরে, আত্মীয়তাশূন্য ব্যবহারে একটা নারী-জীবনই ধ্বংস হইতে চলিয়াছিল, অমল তাহাকেই স্ব-পথে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে। কতখানি তীব্র অভাবের জ্বালা পাইলে, অনাহারের পীড়ন সহিলে তবে নারী চোর হইতে পারে তাই ভাবিতেছিল! পুরুষ নয় যে কু সু বৃত্তি মানিবে না, নারী—নারী কতখানি সহিয়া তবে হীন কার্য্য করিতে পারিয়াছিল, যত ভাবে অমলের অন্তর প্রদেশ এক অননুভূত স্নেহ-রসে সিক্ত হইয়া যায়। এ কৃতিত্ব তাহার, কীর্ত্তি তাহার, যশ তাহার!

এখানকার লোকের যদি চক্ষু থাকে, তবে বুঝিবে যে কত সহজে, কত অল্পায়াসে, কতটুকু সদ্ব্যবহারের দ্বারা কত বড় কাযও করা যাইতে পারে। অবহেলা, পীড়ন তাড়নার দ্বারা তাহারা যাহাকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল, অমল তাহাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছে—এ কি কম গর্বের কথা।

আগেও সে দুই চারিবার অপরাধীর প্রতি করুণা দেখাইয়াছিল। কিশোর বয়সে, সদ্য সদ্য জমিদারী হাতে লইয়া খুব ঢিলা ভাবেই সে কায আরম্ভ করিয়াছিল কিন্তু অত্যল্প কালের মধ্যেই তজ্জন্য তাহাকে অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। দয়া বস্তুটির সহিত এখানকার অপরাধীদের এমনই অসদ্ভাব ছিল যে তাহারা সে-টা পাইয়া গ্রহণ ত করিলই না, উপরন্তু বালক জমিদার যাহাতে শীঘ্রই আবার শহরে স্কুলে ফিরিয়া যায়—তাঁহার চেষ্টা করিতেও বিরত রহিল না। একদিন তাহারা জমিদারের একজন পাইক-কেই উত্তম মধ্যম দিয়া দিল; সুধু তাই নয়, কয়েকটা মোকদ্দমার দালাল জুটিয়া প্রজাদের "ধর্মঘট" করাইয়া খাজনা বন্ধ করাইয়া দিল।

নায়েব জমিদার-জননীর কাছে সবিস্তারে কহিতে-ছিলেন, অমল পাশের ঘরে শুইয়া কেতাব পড়িতেছিল, সব-কথা শুনিল। সেই দিনই মার্ত্তণ্ডতেজে জ্বলিয়া অমল কাছারীতে বসিল।

দশদিনের মধ্যেই দালাল ক'জনের পিঠে দ্বারবানের নাগরা জুতা ছিঁড়িল, ধর্মঘট শিকায় তুলিয়া বাপের সুপুত্র হইয়া প্রজারা খাজনা দিয়া গেল; পাইকের জুতা মাথায় বহিয়া উত্তম-মধ্যমের অনুশোচনা করিতে হইল। বিনাপরাধেও যে কত লোক সাজা পাইল তাহারও সংখ্যা করা যায় না।

নির্দোষিরা দণ্ড পাইতেছে শুনিয়া জননী পুত্রকে ডাকিয়া উপদেশ দিবার উপক্রম করিতেছিলেন, দুর্বিনীত পুত্র সাফ্ বলিয়া দিল—তুমি চুপ কর মা!

মা স্বামীর আমলেও চুপ করিয়া ছিলেন, এখনও তাহাই থাকিতে চান, তবে নির্দোষীর চোখের জল তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়াই তিনি কথা কহিয়াছিলেন, নহিলে জমিদারী পুত্রের, প্রজা তাহার, তিনি কেন কথা কহিবেন!

বিশেষ করিয়া, পুত্র তাঁহার বাধ্য নহে; লেখাপড়া শিখাইবার জন্য শহরে বাসা ভাড়া করিয়া দিয়া দুইজন মাষ্টার রাখিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন, ছেলে একদিন মাষ্টার ঠেঙ্গাইয়া মাত্র ছ'টা পয়সা ট্যাঁকে করিয়া রেল কোম্পানী ও ষ্টীমার কোম্পানীকে কলা দেখাইয়া দেশে আসিয়া হাজির! মা কত সাধ্য-সাধনা করিলেন, মূর্খ পণ্ডিতের তারতম্য প্রদর্শন করতঃ কত উপদেশ দিলেন, চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। ছেলে গোঁ ধরিল—পড়িয়া পড়িয়া

তাহার চোখ খারাপ হইয়া যাইতেছে, চোখে সে ভাল দেখিতে পায় না, মাথা টন্ টন্ করে ইত্যাদি, সে আর ইস্কুলে যাইবে না।

দিন কতক ছেলে তাস্-পাশা খেলিল; পুকুরে পুকুরে মৎস্য হনন করিল, তামাক পোড়াইল আর রাজ্যের বয়াটে ছেলের সহিত আড্ডা দিয়া বেড়াইতে লাগিল।

জমিদারীর মধ্যেও তখন নানা বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িয়াছে। জননী বিধবা বলিয়া প্রজারা মানে না; নায়েব বিধবার জমিদারীতে জোর জুলুম খাটাইতে পারেন না, দেশ দস্তুরমত অরাজক হইয়া উঠিল।

মা একদিন ছেলেকে বলিলেন—হ্যাঁ বাবা অমল, বাড়ীতেই যখন বসে রইলি, নিজের কাজকর্ম একটু দেখ্! সব যে যায়!

যায়! অমলাঙ্গ খাইতে বসিয়াছিল, গলায় খাদ্য বাধিয়া গেল। যায় কি! সে-যে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত আছে যে তাহার সম্পত্তির বার্ষিক মুনফা দশটি হাজার টাকা! চিরদিন পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া কাটাইবে। আজ—যায়?

মা বুঝাইয়া দিলেন, অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে। ছেলে সব শুনিল, মন দিয়া শুনিল। তার পরদিন তাস-পাশার সঙ্গীদের বাড়ীতে ঢুকিতে মানা করিল, দামী দামী হুইল ও ছিপ নিবারণ মালিককে ডাকিয়া দান করিল,

বয়াটে ছেলেদের পিছনে কুকুর লেলাইয়া দিয়া, কাছারী-ঘর সাজাইতে মন দিল। রুচিকর সুদৃশ্য আসবাবপত্রের অভাব ছিল না, এক দিনের মধ্যেই কাছারীঘর সাজান হইয়া গেল, অমল জমিদারী দেখিতে বসিল।

বাপের আমলের নায়েব, বুড়ার আনন্দ ধরে না; রাত্রে বাড়ী যাইবার সময় নিত্য গৃহিনীর পায়ের কাছে বসিয়া অজস্র আশীর্বাদের সহিত অমলের দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া তাহার ন্যায় বিচারের প্রশংসা করিয়া দেশের উন্নত অবস্থার বহুল প্রমাণ দেখাইয়া দিয়া যাইতেন; মা শুনিতেন, পুত্রগর্বে বক্ষ ভরিয়া উঠিত।

তখন হইতেই মা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কোন কথা বলিবেন না। এতদিন পর্য্যন্ত সত্য-সত্যই একটি কথাও বলেন নাই। পুত্রও ইহাতে সন্তুষ্ট ছিল। মা'ও ভাবিতেন, সে যখন নিজেই সব দেখিতে-শুনিতে সক্ষম হইয়াছে তখন কেন অযাচিত উপদেশ দানে তাহার গর্বের ঘরে ঘা দিতে যাইবেন! পুত্র যদি কোনদিন মা'র উপদেশ চাহিতে আসে, দিবেন, তৎপূর্বে নয়।—পুত্রও কোনদিন চাহিতে আসে নাই, তিনিও দেন নাই।

তবু—সব সুশৃঙ্খলে চলিয়া আসিয়াছে। এই বয়সে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, নির্ভীক, ন্যায়বান বলিয়া অমলের যে খ্যাতি রটিয়াছে, তাহা অনেকানেক বৃদ্ধ জমিদারের ভাগ্যেও জুটে না। অনেকে বলে, এ খ্যাতির মূলে ভীতি ছাড়া আর

কিছু নাই। শক্তের তিনকূল মুক্ত, অমল অত্যন্ত নির্ম্ম কঠোর বলিয়াই লোকে ভয়ে তাহাকে ভজনা করে!

সত্য হোক, মিথ্যা হোক, কিছু আসে যায় না—অমল ভাবিতেছিল, আজ পর্য্যন্ত যত কাজ সে করিয়াছে, এইটিই তার মধ্যে সর্বোত্তম! এই কায করিয়া যত আনন্দ সে পাইয়াছে এমন আর একটিতেও পায় নাই। এত তৃপ্তি লাভ করিয়াছে, যে বলা যায় না! এ যেন তার কীর্ত্তি-সৌধের স্বর্ণশিখর! এই একটা কার্য্যই তাহাকে দেশে ও দশে মহা সম্মানিত করিয়া তুলিবে।

কিশোরবয়স্ক বালকের কাছে এ উন্মাদনা বড় অল্প নয়!

সেদিনটা কোন কাযে আর মন লাগিল না; এমন কি স্নানাহারেও তেমন আগ্রহ রহিল না। বেলা বাড়িয়া যাইতেছে, মা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছেন, পুনঃ পুনঃ ভৃত্যগণ সে সংবাদ দিয়া যাইতেছে, তবুও অমল আরাম কেদারা খানা ফেলিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যেন সে কোন মহা সাধনায় ব্যস্ত, 'আসন ছাড়িলেই পূর্বের সাধনাটুকু নষ্ট হইয়া যাইবে, আবার নূতন করিয়া তাহাকে সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে,—সাধকের পক্ষে যাহা একেবারেই লোভনীয় বা কাম্যনীয় নহে।

বাস্তবিক অমল একটা মহা সমস্যায় পড়িয়াছিল। সমস্যাটা আর কিছু নয়, দাসীকে কি ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত

করিতে পারে, ইহাই হইয়াছিল তাহার চিন্তা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই এক চিন্তায় কাটাইয়াও অমল কোন একটা নিশ্চিৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই।

দাসীর যদি একটা কর্মক্ষম বয়স্ক ভাই থাকিত, কিংবা তাহার পিতা থাকিত, অমল তাহাদের কায-কর্ম দিয়া বা অন্য যে কোন উপায়ে ইহাদের সাহায্য করিতে ও পারিত কিন্তু দাসীর নিকটাত্মীয়ের মধ্যে সেই ছ'বছরের একটা অপোগণ্ড ভাই ছাড়া কেহ কোথাও নাই। সে স্ত্রীলোক, তাহাকে মাঝে মাঝে আর্থিক সাহায্য করা ছাড়া আর সে কি করিতে পারে?

জেলের মেয়ে—সংসারের কোন কাজেই লাগিবে না; আর সংসারের দিকটা এত কাল সে আড়-চোখেও দেখে নাই, হঠাৎ সেদিকে নজর ফেলিতেও কেমন বাধ বাধ ঠেকে, অথচ উপায়ই বা কি!

কিছু জমি-জায়গা দেওয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু মেয়ে মানুষ, চাষ আবাদ করাইতে পারিবে কি? একেই ত পড়শীরা কেমন সুপ্রসন্ন, জমি-জারাতের সন্ধান পাইলে কি আর রক্ষা আছে!

দু'একটা পুকুর বন্দবস্তও সে করিয়া দিতে পারে কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহার কায চালানও সম্ভব নয়, তাহাতেও পড়শীদের সাহায্যের দরকার। সে সুবিধা ত প্রচুরই আছে কি-না!

তবে কি করা যায়? একটা কিছু না করিলেও যে ঠিক হইতেছে না! এখনই দাসীর যে রকম লজ্জা, সে যে বরাবর এমনই হাত পাতিয়া আসিয়া দাঁড়াইবে, এমন কখনই মনে হয় না। আর সেই রাত্রে অমল যাহা শুনিয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে যে সেই মেয়েটা সাংসারিক কোন শুভ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই, তবে! তবে আবার কি তাহাকে সেই বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইবে? নারী হইয়া যে বৃত্তি অবলম্বন করিতে নিশ্চয়ই দাসী মরমে মরিয়াছিল—সেই বৃত্তি!

দাসী যদি অত লাজুক না হইত, তবেই যেন সবদিকে ভাল হইত কিন্তু তা ত নয়। হাজার বলিয়াছে যে, আমার কাছে লজ্জা করিস্‌না—তবু কি লজ্জা ছাড়ে!

সেদিন অমল যখন বলিল, দাসী তোর হাতে একগাছা কাচের চুড়ী পরবার পয়সাও কি জোটে না!—দাসী কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। সে কান্না দেখিয়া অমলের প্রাণে বড় কষ্ট হইয়াছিল; আহা কি দুঃখের জীবন উহার! নারীজীবনের চরম সাধ অলঙ্কার, কাহাকে বলে তাই জানে না। অমল নির্জন কক্ষে দাসীর গায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া স্নেহমধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসিয়াছিল—সত্যি করে বল্ ত দাসী, কোন গয়না পরতে তোর ইচ্ছে হয়?—দাসী বলে না, অমল রাগ করিবে—ভয় দেখাইতে তবে

বলিয়াছিল—কাচের বেলোয়াড়ি চুড়ি! অমল বলিয়াছিল, আর গহনার মধ্যে কোন্‌টা? কিছুতেই কে বলিবে না, অনেক সাধ্য-সাধনার পর বলিল—গিণির মালা, ভবার বৌ পরে।

ভবা কে?

আমাদের পাড়ার।

ক'খানা গিণি আছে তাতে?

দশখানা।

অমল নিজের আসনে গিয়া বসিয়াছিল; বসিয়া বলিয়াছিল, আচ্ছা দাসী, তুই যদি একছড়া গিণির মালা পাস্, পরিস?

দাসীর হাত পা কাঁপিতেছিল, ভারি শঙ্কা হইতেছিল, ঐ বুঝি বাঁ দিকের দেরাজটা খুলিয়া জমিদার যেমন মুঠা মুঠা টাকা বাহির করিয়া দেয়, কিম্বা তেমনই বুঝি একটা মালা বাহির করিয়া দেয়। ভয়ে দাসীর মুখ চোখ শুকাইয়া উঠিয়াছিল।

অমল সত্যিকারের দেরাজ খুলিল, শব্দ শুনিয়া দাসীর হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে আসিয়া ধক্ ধক্ করিতে লাগিল। ভয়ে-ভাবনায় সে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

জমিদার কাগজ পেন্সিল লইয়া কি সব লেখা-লেখি করিল, দাসী ভাইটাকে বুকের নীচে ধরিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল, তারপর জমিদার কাগজ পেন্সিল ফেলিয়া

এক তাড়া নোট বাহির করিয়া বলিল—মধু স্যাকরাকে জানিস্ ত? তা'কে দিয়ে গড়াবি, ভবার না-কার বৌ'র আছে বলছিস হার, সেইটে একবার নিয়ে মধুকে দেখাস, করে দেবে। নে।

দাসী লইবে কি! সে কি আর তখন তাহাতে ছিল!

জমিদার বলিল—নে! আবার দাঁড়িয়ে থাকে হাঁ করে। এই ছেলেটা, এদিকে আয়। পঞ্চার মাথার উপরে তাহার দিদির দুইটি হাত পড়িয়াছিল, পঞ্চা আস্তে আস্তে সেই দু'টা আড়ষ্ট হাত নামাইয়া দিয়া টেবিলের কাছে সরিয়া আসিল।

জমিদার নোটের তাড়াটা গোল করিয়া পাকাইয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—তোর দিদিকে দে!

পঞ্চা দিদির ডান হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া চোখ রাঙাইয়া বলিল—নে না, বাবু বলছে।

দাসী নোটগুলা ধরিল বটে কিন্তু তাহার ভয় হইতেছিল, এখনই মুঠা আলগা হইয়া সব পড়িয়া যাইবে।

জমিদার বলিল—শীগ্‌গির করে দিতে বলবি মধুকে। আর হলেই আমাকে দেখিয়ে যাবি—বুঝলি?

দাসী নিশ্চল।

জমিদার পঞ্চাকে বলিল—আজই তোর দিদিকে নিয়ে মধু স্যাকরার দোকানে যাবি, বুঝিছিস্?

পঞ্চা ভারি বুদ্ধিমান। ন্যাড়া মাথাটা খুব জোরে নাড়িয়া জানাইল—বুঝিয়াছে।

জমিদার নিজেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

দাসী পঞ্চার কাণটা টানিয়া ধরিয়া বলিল—কেন নিলি মুখপোড়া ছেলে!

পঞ্চা হাসিয়া, কাণ মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল—বারে! বাবু দিলে—নোব না!

নাঃ, নিবি নে—বলিয়া দাসী রক্তচক্ষে চাহিল।

পঞ্চা ভয় পাইল না, বলিল—তুই বারণ করলি নে কেন!

দাসী আর কিছু বলিল না।

পঞ্চা বলিল—ভালই ত হল দিদি, তুই মালা পরবি! ভবার বৌ'র ভারি গুমোর, মাটিতে পা দেয় না, এবার তোর সঙ্গে ভাব করবে, ঠিক, তুই দেখিস্!—

দাসীর হাসি আসিল: বলিল—ভাব করবে কেন?

তুই দেখিস্—করবে!

দাসীরও তাহাই বিশ্বাস।

পঞ্চা ভবিষ্যদ্বক্তার মত কহিল—গাঁয়ে আর ত কারুরই গিণির মালা নেই, ভবার বৌ'র আর তোর! সে বেশ হবে—দিদি!—উল্লাসে পঞ্চা নৃত্য করিবার উপক্রম করিল।

দাসী তাহার ঘাড়টা টিপিয়া ধরিতে, পঞ্চা হাসিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল।

পঞ্চা বলিল—সে বেশ হবে দিদি, বেশ হ'বে, ভারি বেশ হবে!

দাসী ম্লানমুখে বলিল—কিন্তু আমরা যে গরীব, পঞ্চা!

হলই বা রে!

গরীবের কি গয়না পরতে আছে?

আছে।

দূর!

পঞ্চা সজোরে বলিল—নিশ্চয় আছে; নইলে বাবু দিত না।

দাসীরও মনে হইল, ঠিক! নহিলে বাবু দিতেন না। দাসীর বহুদিনের অপূর্ণ আকাঙ্খা পূর্ণ হইতে যায় দেখিয়া দাসীর মনটা ভিতরে-ভিতরে লাফালাফি জুড়িয়া দিয়াছিল। বহু লাঞ্ছনা অপমান সহিয়া সে যে অমূল্য নিধি পাইয়াছে, তাহার গর্বে, তাহার আনন্দে দাসী সব ভুলিয়া ভাইটিকে কোলে করিয়া মধুর দোকানের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

সে কথা যাক্—অমল ভাবিতেছিল, কলিকাতায় বন্ধুর বিবাহে যাইতেছে, দশ পনেরো দিন দেরী ত তাহাদের বাড়ীতেই হইবে, তারপর একখানি মোটর কিনিবার ইচ্ছা, সে-ও কোন্-না দুই তিন দিন লাগিবে! দেখিয়া শুনিয়া একখানি ভাল গাড়ী ত কিনিতে হইবে, একটু সময় লাগিবে বৈ-কি! এই ত হইল পনের দিন! পনের

দিনের জন্য দাসীকে কি দিয়া যাওয়া উচিত? গোটা পনের টাকা দিয়া গেলেই হইবে, তার বেশী নিশ্চয় উহাদের লাগিবে না কিন্তু যদিই কোন একটা বাড়তি খরচ পড়ে, তখন? তখন সে কি করিবে? কাহার কাছে গিয়া হাত পাতিবে? আর পাতিলেই বা দিবে কে! গ্রামের লোক ত তাহাদের প্রতি কতই সুপ্রসন্ন!

গোমস্তাদের কাহাকেও বলিয়া যাইলে হইতে পারিত কিন্তু সে ইচ্ছাও কেমন হইল না। এই লোকগুলাকেও কেমন তাহার বিশ্বাস হয় না। কেহ কিছু বলে না যদিও, তবে এমন ভাবে চায় যেন অমল কি একটা ভীষণ কুকর্ম করিতে যাইতেছে, ভাবটা এমনই আর কি! সাধু উদ্দেশ্য বুঝিবার ক্ষমতা নাই, নীচ কথাটাই ভাবিয়া বসে। তাহাদের কাছে কোন কথা—দাসীর সম্বন্ধে—বলিতে সঙ্কোচ বোধ হইতেছে।

আর কিছু বেশী দিয়া যাইলেই সব গোল চুকিয়া যায়, অমল ইহাই অবশেষে স্থির করিল; কারণ তাহার এখনো বিশ্বাস, দাসী আবার যদি অর্থকষ্টে পতিত হইয়া সেই দুষ্কর্ম করিয়া ফেলে তাহা হইলে অমলের সমস্ত শ্রম পণ্ড হইয়া যাইবে; সে যাহা গড়িতে চাহিতেছে, তাহা গড়িয়া উঠিবে না; যে আদর্শ যে লোকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে চাহে, তাহাও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।

তাহা কথনই অমল হইতে দিবে না। ইহাকে সে রক্ষা করিবেই।

মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া অমল কলিকাতা-যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। পনের দিন অনুপস্থিত থাকিবে, বিষয় কর্মের কায যাহাতে সুশৃঙ্খলায় চলিয়া যায়, তজ্জন্য নায়েব মশাইকে ডাকিয়া উপদেশ দিতে লাগিল। নায়েব লোকটি বুড়া এবং বিচক্ষণ, বিশ্বাসীও। এতটুকু একটি বালকের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবার কোন অবশ্যকতাই তাঁহার ছিল না কিন্তু সে অভিমান তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেন না। বয়স যতই হৌক, অমল যে প্রভু, তিনি যে বেতনভোগী ভৃত্যমাত্র এ কথাটা কোন সময়ই তিনি ভুলিতেন না, ভোলা পাপ মনে করিতেন। ইহা লইয়া গোমস্তারা তাঁহার দিকে চাহিয়া গোপনে হাস্য করিত, তিনি তাহা বুঝিতেন; কিন্তু প্রতিবাদ করিতেন না। কারণ তাঁহার বিশ্বাস, উহাদের ভুল একদিন উহারা বুঝিতে পারিবেই।

নায়েব মহাশয় বালক প্রভুর উপদেশ অবনত শিরে গ্রহণ করিলেন, বলিলেন—রোজ চিঠি যাবে, যদি কোনটা সম্বন্ধে কিছু বলবার থাকে, লিখে পাঠাবেন, হুকুম তামিল হ'বে।

আর একজন গোমস্তা দূরে বসিয়া অমলের পাঞ্জাবীতে 'গিলা' লাগাইতেছিল, অপদার্থ নায়েবের

এবম্বিধ বক্তৃতায় ক্রুদ্ধ হইয়া মনে-মনে গর্জ্জাইতে লাগিল।

কাল বুধবার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভোরে শয্যাত্যাগ করিয়াই অমল ভৃত্যকে ডাকিয়া বারান্দায় চা আনিতে বলিয়া সেই গোল বারান্দাটায় আসিয়া বসিল। অক্ষয় ঘোষ পূর্ব্বরাত্রে পূরণচকে একটা ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, তাহার খবর দিল। পূরণচক্ গৌড় পাড়ার মল্লিক বাবুদের জমিদারী হইলেও অমলের জমিদারীর সীমানায় অবস্থিত। অমল সংবাদটা শুনিল এইরূপ:—

দৈবচরণ নামে একব্যক্তি পাটের চাষ ও সুদের কায করিয়া অনেকগুলা টাকা জমাইয়া ফেলিয়াছিল। লোকটা বুড়া হইয়াছে, সাত জোয়ান ছেলে, পাঁচটি বড় বড় নাতি সবাই ক্ষেতে খামারে কায করে, তেজারতী কারবারও আছে, দৈবচরণের অবস্থা বর্ত্তমানে খুবই ভাল। কাল বৈকালে একটি লোক আসিয়া তাহাকে একখানি চিঠি দিয়া যায়, পত্রে লেখা ছিল, তুমি যদি মানে-মানে আজ রাত্রে নগদ দু'হাজার টাকা—খুচরা টাকা ও দশটাকার নোটে—দত্তপুকুরের পাড়ে সন্ধ্যারাত্রে ৯টার ভিতর আমা-

দেয় দিয়া যাও, ভাল কথা। কিন্তু যদি অন্যথা কর, পশু আর কেহ তোমাকে জীবন্ত দেখিবে না।

পত্র পাইয়া দৈবচরণ তখনই গ্রামসুদ্ধ লোককে ব্যাপারটা জানাইয়া সাহায্য ভিক্ষা করিল। কিন্তু গ্রামের লোক যথারীতি সাহস দিয়া, দৈবচরণকে বলিল—টাকা কড়ি কিছু দিয়া ফেলাই মঙ্গল, নতুবা গ্রামের লোকের সাহসে বিশেষ কিছু হইবে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস নাই। দৈবচরণ জমিদারের উদ্দেশে ছুটিল; জমিদার বলিলেন—কিছু দেওয়াই ভাল।

কিন্তু এ যুক্তিও দৈবচরণের মনে লাগিল না। সে অল্প সময়ের মধ্যে টাকা কড়ি গয়না গাঁটি যাহা ছিল, লোহার বাক্সে পুরিয়া পুকুর পাড়ে পুঁতিয়া ফেলিল। পর রাত্রে যখন মশাল জ্বালাইয়া রৈ রৈ করিতে করিতে ডাকাতের দল গ্রামে ঢুকিল, গ্রামবাসীরা ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িল; 'সাহস' দিয়া রাখিয়াছে, নিদ্রিতাবস্থায় এ-কথা আর কাহার মনে রহিল না।

দৈবচরণ তাহার সিন্দুক খুলিয়া দেখাইল; ডাকাতেরা বুঝিল, দৈবচরণ তাহাদের উপর চাল দিয়াছে, দৈবচরণকে তাহারা দু'খানা করিয়া কাটিয়া, তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে পুকুর পাড়ের সন্ধান জানিয়া দৈবচরণের সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছে।

খবর শুনিয়া অমলের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। পূরণ-

চক গ্রাম তাহার বাসগ্রামের এতই নিকটে যে ডাকাতের দলের হু'একদিনের মধ্যেই এ গ্রামে কাহার গৃহে দর্শন দেওয়া আদৌ আশ্চর্য্য নয়। মুখে সে কিছুই বলিল না, গম্ভীরমুখে চিন্তামগ্ন হইল।

প্রথম পেয়ালা চা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল; অমল দ্বিতীয় পেয়ালা পূর্ণ করিয়া চুমুক দিতে যাইবে, দাসীর ছোট ভাই পঞ্চা খালি গায়ে একহাঁটু কাদা মাখিয়া ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল। অমল পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া ডাকিল—কি রে পঞ্চা?

পঞ্চা ধীরপদে সরিয়া আসিল।

অমল পুনশ্চ জিজ্ঞাসিল—কি?

পঞ্চা কাপড়ের খুঁট খুলিয়া শিশির মালাগাছি বাহির করিয়া বলিল—মোর দিদি এইটে পাঠিয়ে দিলে!

কেন রে?

তা বলে নি।

অমল পেয়ালা তুলিয়া লইল; দু চুমুক পান করিয়া বলিল—কি বল্লে?

পঞ্চা মাটীর দিকে চোখ করিয়া বলিল—মোকে বল্লে, বাবুকে দিয়ে আয় পঞ্চা।

অমল দুই মিনিট ধরিয়া চা খাইল; তারপর রুমাল বাহির করিয়া মুখটি মুছিয়া ফেলিল, বলিল—তোর দিদি কোথায়?

শুয়ে রইছে।

শুয়ে—কেন? অসুখ করেছে।

কাল আতে...

অমল সোজা হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসিল—কাল রাত্রে কি হয়েছে?

পঞ্চা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—মোর দিদিরে বড্ডা মেরেছে।

মেরেছে!!!

হ্যাঁ বাবু!—বলিয়াই পঞ্চা ভ্যাক করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কে মেরেছে রে?

আন্দে আর গৌরী।

গৌরী কে?

নকুলোর বোন্।

অমল নকুলোকে, চিনিতে পারিল না; বলিল—মারলে কেন?

পঞ্চা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—মুই জানিনে বাবু!

হুঁ—বলিয়া অমল চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। প্রথম চিন্তা হইল, তাহার সর্ব প্রচেষ্টা বিফল হইয়াছে, সমস্ত যত্ন—ভস্মে ঘৃতাহুতি হইয়াছে, দাসী তাহার বৃত্তি ত্যাগ করিতে পারে নাই। সেই প্রবচনটা অমলের মনে পড়িয়া গেল—

স্বভাব যায় না মলে
ইল্লৎ যায় না ধুলে!

তবু—আশ্চর্য্য! দাসীর কোন অভাবই ত রাখে নাই সে! তবু কেন সে চুরি করিতে গেল! স্বভাব, স্বভাব! স্বভাব কি কেহ ত্যাগ করিতে পারে!

পঞ্চা কাঁদিতেছিল, চোরের ভাইটার দিকে চাহিতেও অমলের রাগ হইতেছিল, কর্কশ স্বরে কহিল—যা এখান থেকে, দূর হ’!

পঞ্চা চোখের কাপড় খুলিয়া জমিদারের মুখের পানে চাহিতে চেষ্টা করিল বটে কিন্তু পারিল না; ভয়ে দুঃখে চোখ তাহার ভরিয়া ছিল, দৃষ্টি রোধ হইয়া গেল।

অমল বলিল—দূর হয়ে যা!

পঞ্চা কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল—এটা?

নিয়ে যা! না, এইখেনে রাখ্!

পঞ্চা রাখিল।

দূর হ!

পঞ্চা কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে নামিতেছে, অমল ডাকিল—পঞ্চা!

পঞ্চা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

শোন্। তোর দিদি কি চুরি করেছিল—ওদের?

কিছু না ত বাবু!

অমল গর্জ্জিয়া উঠিল—মিথ্যে কথা! জুতিয়ে হাড় ভেঙ্গে দেব!

পঞ্চা বলিল—মিথ্যে নয় বাবু! মোর দিদি কিছু চুরি করে নি।

তুই জানিস—করে নি।

জানি বাবু, মোর দিদি চুরি করে না।

নাঃ করে নাঃ! ভারি সাধু! সেবার···

এখন আর করে না। যে থেকে আপনি···

অমল তাহার বক্তব্যটা বুঝিয়া লইয়া বলিল—তবে অমনি অমনি মারলে?

হ্যাঁ বাবু!

ঠিক বল্‌ছিস?

পঞ্চা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—হ্যাঁ বাবু!

অমল কি ভাবিল, তারপর বলিল—তোর দিদিকে ডেকে আন্‌!

সে আস্‌তে পারবে না, মুখ দিয়ে তার রক্ত উঠ্‌ছে।

রক্ত উঠ্‌ছে কি রে!

হ্যাঁ বাবু!" পঞ্চা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অমল বলিল—তুই বাড়ী যা, গিয়ে বল্‌গে, যদি আস্‌তে পারে, আস্তে আস্তে আন্‌গে যা; আর একান্ত যদি না পারে, আমায় খবর দিস্‌ আমি যাচ্ছি।

পঞ্চা চলিয়া গেল; অমল সেইখানেই পায়চারি

করিতেছিল। তাহার মনের ভাব বলা দায়! পঞ্চা যাহা বলিয়াছে যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দাসী নিশ্চয়ই অন্য কোন অপরাধ করিয়াছে। কিন্তু এই গ্রামে নিজ হস্তে অপরাধীকে সাজা দিবার স্পর্দ্ধা যে রাখে তাহাকে যে কিরূপ দণ্ড পাইতে হয়, আন্দে কি তাহা জানে না! তখনি অক্ষয়কে পাঠাইয়া আন্দেকে বাঁধাইয়া আনিবে কিনা ভাবিতেছে, অন্তঃপুর দ্বার খুলিয়া মা ছাদে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পুত্রের গম্ভীর মুখের পানে এক মুহূর্ত্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—আজই ত আসা হচ্ছে অমল?

এখন তার ঠিক নেই!

রজতের বিয়ে...

বিয়ে আজই নয়, বিয়ে শনিবারে।

অমল গিয়া চেয়ারটায় বসিল, খবরের কাগজখানায় মুখ ঢাকিয়া বসিল।

মা কথঞ্চিৎ সঙ্কোচের সহিত কহিলেন—আমি বলছিলুম কি...

এখন যাও মা।

মা পুত্রকে জানিতেন; তাহার দুর্বিনীত, পরুষ আচরণ মাতাকেও মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট শঙ্কাকুল করিয়া তুলিত। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে গমন করিলেন।

অমল সিগারেট ধরাইল। মা তখনও দ্বারটি অল্প একটু খুলিয়া বাহিরের দিকেই চাহিয়াছিলেন, আর একবার বাহিরে আসিতে ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু পুত্রকে ধূমপানে রত দেখিয়া সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন।

একটা সিগারেট শেষ হইল, অমল আর একটি ধরাইয়া খুব জোরে জোরে টানিতে লাগিল। যখনই সে কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়, তখনই সিগারেটে তাহার জোর টান পড়ে। চিন্তা তাহার বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। দাসী যদি তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া থাকে, তবে, অতঃপর কিরূপ আচরণ সে করিবে, ইহাই হইয়াছিল তাহার চিন্তার বিষয়। শুধু দাসী বলিয়া নহে, বিশ্বের কোন রমণীর প্রতিই আর সে দয়া দেখাইবে না, অনুগ্রহ করিবে না ; বুঝাইয়া দিবে যে পুরুষের মত তাহারাও সমান শাস্তির যোগ্য এবং দয়া পাইবার একান্তই অযোগ্য !

সিঁড়ির মুখটিতে পঞ্চাকে দেখিয়াই অমল তড়াক্ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—কি হল রে পঞ্চা? তোর দিদি এল না ?

এসেছে।

কৈ—ডাক !

তাহার দিদি সিঁড়ির মাঝখানেই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্চার ডাকে উঠিয়া আসিল।

অমল দাসীর মুখ দেখিতে পাইল না, কারণ অন্তদিন

তাহার মাথার ঘোমটা মুখে নামিত না; আজ যেন সে পাপ মুখ দেখাইবে না বলিয়াই ঢাকা দিয়া আসিয়াছে।

জমিদার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিল; দাসী যে নিরপরাধ নহে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। দাসী সিঁড়ি উঠিয়া একটা রেলিঙ ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

অবিচার করিবে না, মাত্র এই বিবেচনাটুকু জাগিয়াছিল বলিয়াই অমল কথা করিতে পারিল; অন্যথা যে তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে, তাহার পানে চাহিতে, কথা কহিতে ঘৃণায় মন রি রি করিয়া উঠিতেছিল।

অমল জিজ্ঞাসিল—কি হয়েছিল রে দাসী?

দাসী বলিল—কিছু হয় নি বাবু!

অমল বলিল—ও কথা রাখ্! কি হয়েছে খুলে বল। কে মেরেছে?

দাসী একটুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল—গৌরী!

গৌরী কে?

নকুলোর বোন! গদাই পাড়ুয়ের মেয়ে।

মেয়ে!

হ্যাঁ!

কত বড় মেয়ে?

অনেক বড়।

আর কেউ না?

আর—আন্দে!

অমল বলিল—আন্দে কে?

দাসী মৃদু-স্বরে বলিল—ওর লোক।

কেন মারলে?

অমনি অমনি!

অমল বলিতে লাগিল—অমনি অমনি কেহ কাহাকেও মারে না; দাসী নিশ্চয়ই কোন দোষ করিয়াছিল, তাই গৌরী ও আন্দে রাগ সামলাইতে না পারিয়া প্রহার করিয়াছে। যদিও কাজটা তাহারা অন্যায় করিয়াছে কেন না জমিদারীর মধ্যে কেহ কোন অপরাধীকে স্বহস্তে দণ্ড দিলে জমিদারের আদেশে ধৃত ও লাঞ্ছিত হইতে হইবে, এরূপ ঘোষণা পূর্ব হইতেই করা ছিল, যা' হোক, সে বিচার পরে হইবে, দাসী কি করিয়াছিল, সেইটাই অমল তাহাকে নির্ভয়ে কহিতে বলিল; দোষ যত গুরুতর হোক, ক্ষমা করিবে, ইহাও বলিয়া দিল।

দাসীর সেই এক কথা,—সে কিছুই করে নাই!

অমল ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—অমনি অমনি...

হ্যাঁ।

আবার!

দাসী ভয় পাইয়া বলিল—হার পরেছিলুম বলে ঝগড়া!

অমল বিস্মিত হইয়া বলিল—তারপর?

দাসী চুপ।

অমল উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল—তারপর?

বল্লে, তোর বাবাকালীর জমিদার…

তারপর ?

আর আমি বল্‌তে পারব না।

অমল ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতটা টানিয়া ধরিয়া বলিল—বল্‌তেই হবে তোকে, বল্‌ !

দাসী জড়সড় হইয়া বলিল—গৌরী বল্লে, জমিদার তোকে এনেছে !

অমল তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। ইচ্ছা হইতেছিল, যে লোক একথা যে-মুখে উচ্চারণ করিয়াছে, তাহার সেইমুখ-সমেত রক্তাক্ত মাথাটা এখনি হাজির করিতে হুকুম দেয় !

বলিল—কে বল্লে একথা ?

গৌরী !

তারপর ?

আমি বন্নু, জমিদারকে বলে দোব, তাই ও আর আন্দে ছ'জনে আমাকে শুইয়ে ফেলে পেটে লাথি মারতে লাগ্‌ল। রাইমণি মাসীও ছিল, সেই শেষকালে ছাড়িয়ে দিলে !

অমল হাঁকিল—অক্ষয় !

হুজুর !—অক্ষয় আসিয়া দাঁড়াইল।

রাইমণি, আন্দে, গৌরী !

অক্ষয় বার কতক দাসীর পানে চাহিয়া নামিয়া গেল।

অমল বলিল—তাই তুই হার ফিরে পাঠালি ?

"হ্যাঁ ।" দাসীর স্বর অশ্রু গদ্‌গদ ।

অমল বলিল—ঐ নে !

দাসী হাত বাড়াইল না ।

অমল বলিল—নে ।

তবুও দাসী লইল না ।

অমল বলিল—নিবি নে ?

না । লোকে নিন্দে করে ।

কার নিন্দে করে ?—তোর ?

না ।

তবে ?

জমিদারের ।

অমল বলিল—করুক, তুই নে !

দাসী লইল না, বলিল—মোরা আজই গাঁ ছেড়ে পালাব ।

অমল জিজ্ঞাসিল—কোথা যাবি ?

পূরণচকে যাব !

পুরণচকে কাল ডাকাতি হয়ে গেছে—জানিস্ ?

জানি । ডাকাতে আমাদের আর কি নেবে ?

অমল মনে-মনে তাহা স্বীকার করিয়া লইল । কিন্তু তাহার প্রজা, তাহার আশ্রয় ছাড়িয়া, অন্য জমিদারের আশ্রয়ে যাইবে, তাহাও আবার অত্যাচারের দায়ে—ইহা

অমল সহ্য করে কেমন করিয়া! না, সে হইতেই পারে না।

বলিল—কিন্তু আমি ত তোদের যেতে দেব না দাসী!

দাসী সভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিল; অমল এতক্ষণ তাহার মুখখানি একবারও দেখিতে পায় নাই; এইবার দেখিল, তাহার চোখের নীচে একটা কাটা দাগও দেখিল। বলিল—চোখের নীচে দাগ কিসের রে দাসী?

দাসী মুখটা ঢাকিয়া ফেলিল—কোন কথা কহিল না; এবং তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া উঠিল।

অমল বলিল—কোথা যাস্?

বাড়ী।

ওদের ডাক্‌তে গেছে যে···

আমরা এখুনি যাব, পূরণচকে।

অমল তীব্রস্বরে বলিল—বলছি না, যাওয়া হবে না?

আমরা এখানে থাকব না।

অমল ভাবিল আর কিছু না, এই তেজস্বিনী মেয়েটা তাহার দুর্বলতার শাস্তিস্বরূপ এ গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইতে চায় কিন্তু সে-যে দুরপণের কলঙ্ক অমলের শিরে চাপাইয়া যাইতেছে, অমল ত কোনমতেই তাহাতে সম্মতি দিতে পারে না।

অমল বলিল—দাসী, আর কখন এমন ঘটনা না ঘটে

যাতে, তাই করে দিচ্ছি আমি, তাহ'লে ত আর তোর থাক্‌তে আপত্তি নেই।

দাসী কথা কহিল না।

অমল বুঝিল, সে কৃতসঙ্কল্প। বলিল—কি বলিস্ দাসী, তা হলে ত থাকবি?

না।

তবু, না!

অমলের এবার অভিমান হইল। প্রজার প্রতি জামদারের অভিমান কি-না জানি-না তবে স্নেহের অভিমান, রমণীর প্রতি পুরুষের অভিমান তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। সে কি দাসীর কোন উপকার করে নাই? অমল গাঢ়স্বরে বলিল—থাকবি নে?

না।

কেন দাসী?—অমলের স্বর অত্যন্ত করুণ হইয়া দাসীর কাণে বাজিল।

পোড়ারমুখী ধীবর-নন্দিনী এ করুণারস্বরে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—মা ঠাকরুণ মোকে থাকতি দেবে না।

অমল বজ্রাহতের মত বলিয়া উঠিল—মা ঠাকরুণ!

দাসী নিরুত্তর!

অমল আবার বলিল—মা ঠাকরুণ! আমার মা?

দাসী দাঁড়াইয়া উঠিল।

যাস্‌নে দাসী, দাঁড়া।—বলিয়া অমল অন্তঃপুরাভিমুখে

যাইতেছিল, দাসী সামনে আসিয়া আলু-থালু বসনে বসিয়া পড়িয়া ডাকিল—বাবু!

অমল দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল—কি?

মা ঠাকুরুণকে কইবেন না!

তুই দাঁড়া—বলিয়া সে আবার অগ্রসর হইতে চাহিল, দাসী চটিটা চাপিয়া ধরিল।

শুধু জিজ্ঞেস্ করব রে!

না।

অমল আবার চেয়ারে আসিয়া বসিল। জিজ্ঞাসিল—আচ্ছা দাসী, তুই কি করে জান্‌লি?

দাসী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তারপর বলিল—রাইমণি মাসী গৌরীকে বলেছে, মা'র হুকুম মোকে কেটে গঙ্গায় ভাসয়ে…

অমল দাঁড়াইয়া উঠিতেছিল, দাসী সজল চোখের দৃষ্টিতে তাহার শক্তিরোধ করিয়া দিল, অমল বসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে পড়িল, আজই তাহাকে কলিকাতা পাঠাইবার আগ্রহটা যেন মা'র খুব উগ্র হইয়াই দেখা দিয়াছিল; আরও মনে পড়িল, কাল যখন সে অন্তঃপুরে 'জল' খাইতে গিয়াছে, তখন একটা প্রৌঢ়া গোছের রমণী তাহাকে দেখিয়া ভয়ে জড় সড় হইয়া পলাইয়াছিল। প্রজাদের রমণীরা সচরাচর অন্তঃপুরে আসা-যাওয়া করিতই কিন্তু তাহার অল্পবয়সের দরুণই হোক বা যে কারণেই হোক,

লজ্জা সরম তাহাকে বড় একটা কেহ করিত না। এই প্রৌঢ়ার ভয় ও লজ্জাটা অত্যন্ত বেশী ঠেকিয়াছিল বলিয়া মা'কে তাহার পরিচয়ও জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মা কাটাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—ও একজন—ওপাড়ার লোক!

অমল দাসীকে জিজ্ঞাসিল—রাইমণি কি বুড়ী?

দাসী ঘাড় নাড়িল।

কালো?

হ্যাঁ।

মুখে শাদা দাগ আছে?

ধবল বেরিয়েছে।

অমলের আর সন্দেহ রহিল না যে কল্যকার দৃষ্ট সেই প্রৌঢ়াই রাইমণি! কিন্তু সে—যে কি বলিয়া মা'কে—হইয়াছে! ছিঃ ছি! আর মা'ই বা কি! মা'ও তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসিলেন! ছিঃ ছিঃ একথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়! আর বিশ্বাস যদি করিলেন, আমাকে ত একবার জিজ্ঞাসা করিলেই হইত! আমি ত সব কথাই বলিতাম। কি নীচ মন, কি সঙ্কীর্ণতা, একবার জিজ্ঞাসা অবধি না করিয়া...রাগে ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে অমল নিজের মনের উপর প্রভুত্ব হারাইল। সে চেয়ার ছাড়িয়া, দাসীর দিকে চাহিয়া বলিল—তোরা বোস্—আমি আস্‌ছি!

দাসী কাঁদিয়া, তাহার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া

বলিল—আপনার দু'টি পায়ে পড়ছি বাবু, মা'ঠাকরুণকে বলবেন না !

অমল অভয় দিল—তোর কিচ্ছু ভয় নেই দাসী !

নিজের ভয়ে দাসী একটি কথাও বলে নাই ; রাইমণি বুঝাইয়াছিল যে দাসী বাবুকে ভুলাইয়াছে মা ইহা জানিতে পারিয়াই তাহার 'শেষ' করিতে আদেশ দিয়াছেন। আবার বাবু যদি তাহার হইয়া মা'কে কোন কথা বলিতে যান, মা'র সন্দেহ বাড়িয়া যাইবে। মা হয়ত কি ভাবিবেন। মিথ্যার জন্য বাবুকেও কষ্ট পাইতে হইবে।

দাসীর মন বলিল—বাবু কষ্ট পাইলে সে মরিয়া যাইবে। দেবতার মত বাবু! পা দু'টা ত ধরিয়া আছে শুধু! কি চমৎকার সোনার মত রাঙা পা দু'খানা! কি নরম কি সুন্দর পা দু'খানি! দাসীর ইচ্ছা হইতেছিল, মুখ দিয়া ঐ পা দু'টি একবার মুছিয়া দেয়!

অমল বলিল—তোর কিচ্ছু ভয় নেই...

দাসী বলিল—না বাবু!—সেই নরম সুন্দর পা-দু'খানার উপর মুখ রাখিয়া দাসী অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল—না বাবু না, আপনার পায়ে পড়ি, মা ঠাকরুণের কাছে বলবেন না!—দাসী পা'দুখানায় সত্যই মুখ গুঁজিয়া পড়িল।

অমল ভুলিয়া গেল যে সে ধনী, এ দরিদ্র ; যে এ প্রজা সে রাজা ; যে সে উচ্চ, এ নীচ ; অমল সব ভুলিয়া গেল ;

গিয়া, নত হইয়া দাসীর হাত দুইটা ধরিয়া তুলিতে তুলিতে বলিল—এত আপত্তি কিসের দাসী ?

না বাবু!—দাসী কাঁদিতেছিল।

তুই...

মা অন্যরকম ভাববেন !

অমল তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া, বলিল—আচ্ছা যাব না, তুই ওঠ !

দাসী উঠিয়া বসিল।

অমল স্নেহস্বরে কহিল—কিন্তু তোর এখান থেকে যাওয়া হবে না দাসী !

লোকে যে...

লোকে যাতে কিছু না বল্‌তে পারে...

দাসী আবার পায়ের দিকে হাত বাড়াইল, বলিল—না। তা'তে আরও নিন্দে হবে।

তবে ?—অমলের স্বর বড়ই নৈরাশ্য পূর্ণ, বড়ই কাতর।

দাসী-ও এ 'তবে'র উত্তর দিতে পারিল না।

অমল বলিল—আচ্ছা দাসী, দু'টো দিন তুই থাস্‌নে, আমি ভেবে দেখি।

দাসী নীরব।

অমল বলিল—থাক্‌বি ?

দাসী 'হ্যাঁ' বলিতে পারিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

অন্তঃপুর দ্বার খুলিয়া গেল।

দাসী সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইতেছিল, অমল বলিল—বোস্!

সে নিজেও বসিল।

আসিতেছিলেন—মা!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মা একবার মাত্র সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দাসীকে দেখিয়া লইয়া পুত্রের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন—পুরণ চকে নাকি ডাকাতি হয়ে গেছে কাল রাত্রে অমল?

মায়ের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রশ্নের জবাব দেওয়া অমলের পক্ষে সহজ ছিল না। অমল আত্ম-দমন করিয়া বলিল—শুন্‌ছি ত!

মা বলিলেন—পুরণ চকে যদি এমন কাণ্ড হতে পারে, তাহ'লে ত আর কোথাও থেকে শান্তি নেই বাছা! পুরণচক এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড় গাঁ, সহর বল্লেও চলে। সেখানে যখন এই কাণ্ড!...

অমল কোন কথাই বলিল না।

মা পুনশ্চ বলিলেন—থানায় খবর দিলে কি?

পুরণচক আমাদের নয়।

তা কি আর আমি জানি নে বাছা। কিন্তু তোমার নয় বলে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাক্‌বে সেই বা কি কথা! আজ পুরণচকে হয়েছে, কালত তোমার এলকাতেও হতে

পারে অমল। চুপ করে বসে থাকা কি উচিৎ? পুলিসে…

পুলিস কি করবে!

ওমা! সে আবার কি কথা অমল! পুলিস করবে না ত কে করবে?

পুলিস ডাকাতির তদন্ত করতে পারে; ডাকাত খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতে পারে; তার বেশী পুলিস কিছুই করতে পারে না।

মা জানিতেন আজকাল দেশময় এমনই একটা ঢেউ আসিয়া পড়িয়াছে যাহাতে এখনকার ছেলেরা রাজা মানিতে চায় না, পুলিসকে গ্রাহ্য করে না। তিনি সেকালের মানুষ, বলা বাহুল্য, তাঁহার নিকট ইহা অত্যন্তই অরাজকতা বলিয়া ঠেকিত।

বলিলেন—তাহ'লে পুলিসে খবর দেবে না?

আমি ত দোব না, গোঁড় পাড়ার বাবুরা কি করবেন, আমি জানিনে।

তাঁদের আর আছে কে বল? এক বুড়ো মানুষ ত আছেন, শুনেছি তিনি নাকি আবার চোখে দেখেন না, কাণেও নাকি কম শোনেন!

অমল কথা বলিল না।

মা এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—কি করবে কিছু ঠিক করেছ অমল?

এখনও কিছুই করি নি।

এখন না করলে আর কি সময় পাবে বাছা? আজকেই ত আবার কলকাতায় আসতে হবে—ঠিক আছে।

একটু আগে তোমায় বলিছি, তারও ঠিক নেই।

ঠিক নেই কি করে বল? কলকাতায় তোমার রজত দাদার মা'কে আমি চিঠি লিখে দিয়েছি, তুমি বুধবার বিকেলের গাড়ীতে রওনা হচ্ছ।

অমল অন্যমনস্কের মতই বলিল—দরকার হয় টেলিগ্রাম করে দিন পেঁছিয়ে দেওয়া যেতে পারবে।

মা সঙ্কোচের সহিত বলিলেন—এখানে কি বিশেষ কোন কাজ আছে?

আছে।

মা আর একবার অগ্নিদৃষ্টিতে নতাননা জেলে-ছুঁড়ীকে দেখিয়া লইয়া বলিলেন—এরা কারা বসে?

আমার প্রজা।

তা জানি। কে-এ? বাড়ী কোথায়?

বাড়ী গ্রামেই। জেলের মেয়ে ও।

মা একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—ওর কি দরকার এখানে?

দরকার আছে মা। তুমি ভেতরে যাও।

মা গেলেন না।

অমলের রোষ বর্দ্ধিত হইতেছিল। মা সবই জানেন, তবু এ লুকোচুরী খেলা কেন?

মা বলিলেন—ছুঁড়ী, তোর নাম কি রে?

দাসী সে কথার উত্তর দিতে পারিল না। ভয়ে তাহার সর্বদেহ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

অমল তাহা দেখিয়া বলিল—দাসী ওর নাম!

একটু থামিয়া আবার বলিল—চিন্তে পেরেছ বোধ হয়?

কার মেয়ে?

অমল আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না; চোখ দু'টা তাহার জ্বলিয়া উঠিল।

ডাকিল—মা!

মা দাসীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, ফিরিয়া চাহিলেন।

অমল বলিল—চিন্তে পারছ না মা?

মা সাড়া দিলেন না।

যাকে কেটে দু'খানা করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছ—বুঝতে পারছ না?

মা তথাপি নির্বাক।

অমল বলিল—আশ্চর্য্য তোমাদের বুদ্ধি বিবেচনা! আরও আশ্চর্য্য তোমাদের বিশ্বাস!—বলিতে বলিতে ঘৃণায় বিরক্তিতে অমলের মুখ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল!

মা কোন কথাই বলিতে পারিতেছিলেন না। এক ত এই মেয়েটা কল্যকার কালরাত্রি এড়াইয়া বাঁচিয়া আছে, সেই যথেষ্ট বিস্ময়; তার উপর এ সংবাদ কিরূপে জানিয়া সে অমলের গোচর করিল, মা ইহাও ভাবিয়া পাইতেছিলেন না।

অমল রুদ্ধশ্বাসে গর্জন করিয়া উঠিল। "তোমাদের বিবেচনা মত কাজ তোমরা করেছ, এইবার আমার পালা!"

মা চক্ষু তুলিলেন।

তোমার আদেশে হয়েছে কি-না সে তুমিই জান……

কি হয়েছে অমল?

ওকে কাল রাত্রে খুন করতে গিয়েছিল।

কে?

আন্দে আর গৌরী।

মা'র মনে হইতেছিল, গিয়াছিল যদি, কর্ম অসমাপ্ত রাখিয়া দিল কেন?

অমল বলিল—আমি তাদের আস্তে পাঠিয়েছি।

মা যেন সব কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিলেন না। গ্রামের পুরুষ-দল কি এতই হীনবল হইয়া গিয়াছে যে এই নষ্ট মেয়েটার টুঁটিটা ছিঁড়িয়া দিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই আন্দে চেষ্টাই যদি করিল, নালিশ করিতে আসিবার পথ ইহার জন্মের মত বন্ধ করিয়া দিল না কেন?

জিজ্ঞাসিলেন—কা'দের ?

আন্দে আর গৌরীকে।

তাদের অপরাধ ?

এক কথা কতবার বলব তোমাকে।

আমি শুনি-নি বাছা !

তবে শোন মা। কাল রাত্রে...

হঁ্যা হঁ্যা বলেছ বটে ! তা কি করতে চাও ?

সেটাত এখন ভেবে উঠ্‌তে পারি নি। আসুক দেখি ?

তাদের সমাজের কাজে হাত দেওয়া কি উচিৎ হবে অমল ?

অমল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—সমাজের কাজ কি-রকম ?

এই ত বাছা, কিছু খবরই রাখ না, এত বড় জমিদারী চালাও !

এ কথায় অমলের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল !

মা বলিতে লাগিলেন—সমাজের কাজ বৈ-কি বাছা ! ঐ অলপ্পেয়ে ছুঁড়ী ফর্সা কাপড় পরে, গিনির মালা ঝুলিয়ে গাঁ-খানা নাচিয়ে বেড়াবে, এতে ওদের জাতের গায়ে লাগে বৈ-কি !

ফর্সা কাপড় আর গিনির মালার জন্যে !

হঁ্যা।

পরতে নেই ওদের ?

তা থাকবে না কেন বাছা ! তবে জাতকুল খেয়ে—পরতে নেই !

জাতকুল খেয়ে কি-রকম ?

ঐ বলুক না কোথায় পেলে ও-সব। বল্‌না রে ছুঁড়ী...

অমল চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—খবর্দার আমার সামনে ওকে অপমান কর না। ও কোথা থেকে পেয়েছে আমি জানি; কিন্তু, তুমি কি জান, সেইটে আমাকে দয়া করে জানিয়ে দাও মা !

মা বিজ্ঞের মত গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—এতে আর পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌বে না কেন বল বাছা !

এতে ! 'এতে' কি ! হেঁয়ালী রেখে, স্পষ্ট করে বল—কি বল্‌তে চাও তুমি !

অমল !

কি ?

তোমার কি এই একটি প্রজা ?

তার মানে ?

কৈ, আর কার ওপর এত দয়া...

সে আমার ইচ্ছা !

মা গম্ভীর ভাবে বলিলেন—তাহ'লে সন্দেহ করাও লোকের ইচ্ছা।

অমল বজ্রস্বরে হাঁকিল—বটে ?

মা একটু ভয় পাইয়া গেলেন ; কিন্তু পশ্চাদপদ হইলেন না। আন্দে যাহা করিয়াছে, তাঁহারই পরামর্শে করিয়াছে, তাহার বিপদকালে তাহাকে ত্যাগ করা সমীচীনের কার্য্য নহে।

বলিলেন—অমল, লোকের মুখে সরা চাপা দেওয়া কি সহজ ?

অমল ব্যঙ্গ স্বরে কহিল—খুব শক্তও নয়। তাই দেখাচ্ছি।

দেখাতে চাও—দেখাও। তাতে ছোট কথা আরও বড় হয়ে উঠবে ; ঢি ঢিকার পড়ে যাবে।

তাতেই বা ক্ষতি কি !

ক্ষতি তোমার না থাকতে পারে, জমিদার বংশের, তোমার পিতৃপিতামহের নিষ্কলঙ্ক কুলের ক্ষতি তাহতেই যথেষ্ট হবে।

হবে !

হবে না ? লোকে বলবে না···

বলুক, বলুক, হাজারবার বলুক, কিছু আসে যায় না তাতে। আমি যা ভাল বুঝব করব মা। তোমার উপদেশ আমি চাই না।

অমল !

কি ?

লোকে কি বলছে জান ?

কি ?

বল্‌ছে এ গাঁয়ে আর কেউ থাক্‌বে না !

কেউ থাক্‌বে না ?

না।

কারণ ?

বলে যেখানে স্বয়ং জমিদার প্রজার ঘরের মেয়েছেলের...

বল্‌ছে !

দাসী কাঁদিয়া উঠিল।

অমল পুনরায় বলিল—বলছে !

বলছে বৈ-কি ! আর বলায় ত তাদেরও খুব দোষ আছে বলে মনে হচ্ছে না,...

শোন মা ! তাদের কথা ছেড়ে দাও, তুমি কি বলছ তাই বল। তাদের কথা আমি বড় একটা ধরি নে ; তারা মানুষ নয়। তাদের কথায় কাণ দিতে গেলে পৃথিবী জঘন্য হয়ে ওঠে। তোমার নিজের মনের কথাটি কি, তাই আমি জান্তে চাই মা ! গোপন কর না, দ্বিধা কর না, লজ্জা কর না, ঠিক করে বল, ঠিক যা তুমি বলতে চাও, সেই কথাটি আমায় স্পষ্ট করে' বল মা, আমি দেখি !— অমলের স্বর বড় ব্যথিত, বড় করুণ !

সে স্বরে মা'র হৃদয় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

মা ডাকিলেন—বাবা অমল !

আদর করে ভুলোতে যেও না মা ! আমি পষ্ট সরল

সত্যি কথাটা তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। শুন্‌তে চাই এর পশু-জাত-ভায়েরা যা বিশ্বাস করেছে, যা বলে বেড়াচ্ছে, তুমিও ঠিক তাই বিশ্বাস করেছ কি না, স্বদ্ধ সেই কথাটি, বল মা!

অমল!

না—আগে!

অমল, আমি বিশ্বাস করি নি।

কর নি?

না।

বল মা, কর নি?

না অমল, না করি নি।

আমার মাথায় হাত রেখে বল্‌তে পার মা?

তা পারি বৈ-কি বাবা!

কৈ—বল!

মা সরিয়া আসিয়া সহজ-সচ্ছন্দমনে পুত্রের মাথাটাতে হাত রাখিয়া বলিলেন—অমল, আমি কি আমার গর্ভের সন্তানকে চিনি না ভাবিস?—তাঁহার স্বর অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল।

অমলের চোখের কোণও ভিজিয়া উঠিল।

মা বলিতে লাগিলেন—কিন্তু অমল প্রজার মুখ থেকেই যে রাজার ভাল-মন্দ বিচার প্রকাশ পায় বাবা! আজ তোমার জেলেপাড়ার প্রজারা যে কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছে...

অমল অকস্মাৎ অশ্রুপূর্ণনেত্রে মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—সব মিছে মা সব মিছে! ছুঁড়ী বড় গরীব, বড় দুঃখী খেতে পেত না, চুরী করেছিল...

দাসী মুখে ঢাকিয়া কাঁদিতেছিল। পদ্মাও ওধারে মুখ করিয়া বসিয়াছিল। সে কি করিতেছিল বুঝা গেল না।

অমল থামিল। সে সব পূর্বকাহিনী মনে করাইয়া দিয়া মেয়েটাকে আরও কাঁদাইতে তাহার প্রাণ চাহিল না।

মা বলিলেন—বেশী দয়া দেখ্‌লে লোকে যে সন্দেহ করবেই অমল!

কিন্তু মা......

কি অমল?

এত হীন সন্দেহ! একটা জে......

জেলের মেয়ে বলিতে গিয়া সে থামিয়া গেল। মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুসন্ধান করিলেও জেলের মেয়ে বলিয়া এতটুকু ঘৃণাও ত সে দেখিতে পায় না! জেলের মেয়ে—তাই কি? সে কি মানুষ নয়? ঈশ্বরের জীব নয়? মানুষের মত হাত পা দেহ তাহার নাই? রূপ নাই? জেলের মেয়ে—তাই কি!...অমল থামিয়া গেল।

মা বলিলেন—ওদের জাতের লোকের গায়ে লাগে বৈ-কি বাবা!

অমল বিস্ময়ের সহিত বলিল—লাগে?

লাগবে না ? ভেবে দেখ ত অমল, আমাদের কায়েত-বামুনের ঘরের ঐ বয়সের মেয়ে যদি......

থাক্ মা।

মা চুপ করিলেন।

অমল একবার ব্যথিত দৃষ্টিতে দাসীর বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহখানি দেখিয়া লইয়া গাঢ় স্বরে বলিল—বল্‌তে পার মা, এই ছুঁড়ী যখন তার ঐ কচি ভাইটাকে নিয়ে না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছিল, কাপড়ের অভাবে লজ্জা রাখতে পারছিল না, জাতের লোকের গায়ে তখন লাগত না কেন ?

কর্মফল !

তার বেলা—কর্মফল ! বুঝেছি মা !

কি করবে অমল ?

সে কথা এখন বলতে পারছি নে মা। তুমি যাও।

যাচ্ছি বাবা। তবে একটা কথা বলে যাই।

অমল মুখ তুলিয়া চাহিল মাত্র ; কথাটা জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ সে প্রকাশ করিল না। সে ইচ্ছা তাহার মোটেই ছিল না।

তাহার কারণও ঘটিয়াছিল। তরুণ যুবক কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়াই তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এই তর্কের মধ্য হইতেই সে একটা কর্তব্য-পথ খুঁজিয়া পাইয়া পরিত্রাণ লাভ করিবে, সেই আশাতেই সে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু মা যখন তর্ক ছাড়িয়া অকস্মাৎ ব্যাপারটাকে অজ্ঞাত

অপরিচিত কর্মফলের উপর নিক্ষেপ করিয়া দিলেন, তখন আর তর্কের ইচ্ছাও তাহার রহিল না। সে গুম্ হইয়া বসিল।

মা বলিলেন—অমল তুমি যদি মনে রাখ, কত বড় বংশে তোমার জন্ম হয়েছে, কত বড় জমিদারের ছেলে তুমি, তা হ'লে তোমাকেও ঠক্‌তে হবে না…

অমলের চক্ষে দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। সে তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞাসিল—বলতে পার মা, আজ পর্য্যন্ত এমন কোন্ কাজ অমল করেছে যাতে তার বংশের, মর্য্যাদার কালি সে করেছে?

তা ত শত্রুতেও বলতে পারবে না বাবা! তবে…

থাম্‌লে কেন মা বল? তবে?

তবে কি জান অমল? ছেলেমানুষ ভুলচুক হতেই পারে। কত মুনি ঋষির ভুল হয় আর একটা কালকের ছেলে, তার ভুল হতে পারে না।

এখন পর্য্যন্ত কোন ভুল আমি বুঝতে পারি নি মা। তুমিও যদি অপেক্ষা করে থাক, বুঝবে, সত্যিই ভুল কিছু হয় নি। এটুকু অভয় আমি দিতে পারি।

মা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

অন্তঃপুর দ্বারটি রুদ্ধ হইবামাত্র, দাসী দাঁড়াইয়া উঠিল। পদ্মা ছাদের ওধারে দাঁড়াইয়া খিড়কীর পুকুরে জাল

ফেলা দেখিতেছিল, দিদিকে উঠিতে দেখিয়া সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

দাসী নতমুখে কহিল—মোরা চন্নু বাবু।

অমলাঙ্গ অন্যমনস্ক ছিল; দাসীর কথাকটা কাণে ঢুকিতেই, চমকিয়া, ফিরিয়া বলিল—যাবি কি রে দাসী?

হ্যাঁ বাবু।

সে কি হয়? অক্ষয় তাদের আস্তে গেছে যে!

দাসী নতমস্তকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না বাবু!

অমল কৃত্রিম কোপের সহিত বলিয়া উঠিল—তবু 'না বাবু!' বোস্ চুপ করে। আগে আসুক ওরা, বিচার হোক্, তারপরে যাবি।

দাসী একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল—বিচারে মোদের দরকার নেই বাপু!

এবার সত্য-সত্যই অমল ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

বলিল—তোদের না থাক্‌তে পারে, আমার দরকার আছে।

দাসী স্থিরস্বরে কহিল—তাতে আরও নিন্দে হবে।

আবার নিন্দে?

দাসী নির্বাক।

কার নিন্দে হবে? তোর না আমার?

আমার নিন্দে হলে ত বড় বয়েই গেল কি-না!

আমার নিন্দে হবে—এই ত তোর ভয় দাসী?

দাসী কথা কহিতে পারিল না।

অমল হাসিমুখে জিজ্ঞাসিল—হলেই বা আমার নিন্দে, তাতে তোর কি দুঃখ দাসী ?

মোর লেগে ত!

তাই যদি হয়, কি দুঃখ !

সে হবে না ! আয় পক্কা !

তাহারা ভাই-বোনে চলিতে আরম্ভ করিল।

অমল ধমক দিয়া বলিল—যাস নে ! বোস্।

দাসী দাঁড়াইয়া পড়িল।

অমল বলিতে লাগিল—বিচার না হলে, দোষী দণ্ড না পেলে আরও অত্যাচার করবে জানিস দাসী ?

দাসী ঘাড় নাড়িল, জানে।

তবে কি সাহসে বিচার বন্ধ করতে বলছিস্ তুই ?

মুই ত এ গেরামে থাক্‌ব না।

পুরণ চকে যাবি ?

দাসী মাথা নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।

অমল জিজ্ঞাসিল—তাতে আমার খুব সুখ্যাতি রটবে না রে দাসী ?

দাসী এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিল না; উত্তর দিতেও পারিল না।

অমল কহিল—তুমি পুরণ চকে গিয়ে বলে বেড়াবে, সেখানে গাঁয়ের লোক আমায় ধরে ঠেঙ্গিয়েছিল, তাই

পালিয়ে এসেছি, তাতে আমার খুব সুনাম রটবে, কেমন ? সেখানকার লোকে বল্‌বে যে এমন জমিদারের মহলে বাস করছিল যে একজন প্রজা আর একজন প্রজার ওপর অত্যাচার করে' তাড়িয়ে দিলে, জমিদারের সাধ্যি হল না তার প্রতিকার করে ?—কেমন এ কথা বলবে না ?

দাসী চুপ।

বলবে না যে জমিদার প্রজার দুঃখ দেখে না, অত্যাচারীকে সাজা দেয় না, দুর্বলকে সাহায্য করে না ? বলবে না তারা ? তাতে আমার খুব সুখ্যাতি রটবে না রে ?

দাসী নিঃশব্দ।

এই চুণ কালিটা আমার মুখে না মাখিয়ে তোর সুখ হচ্ছে না, না রে দাসী ?

দাসীর কান্না পাইল।

জমিদার বলিতে লাগিল—ভাল দাসী ভাল ! এই ত করতে হয় ! আমি তোর জন্যে এত করি, আর তুই আমার জন্যে এটুকু আর করবি নে ! করবি বৈ কি !

দাসী হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—সে এ কথা জানিত না। বাবুর গায়ে যাহাতে আঁচটি লাগে তেমন কাজও সে প্রাণ থাকিতে করিতে পারিবে না।

অমল বলিল—আর কাঁদতে হবে না, হয়েছে ! এখন থাকবি কি-না তাই বল্‌ !

কিন্তু লোকে যে বড্ড দুর্নাম করবে।

যাতে না করে তার ব্যবস্থা করছি।

অমল একমুহূর্ত্ত পরে বলিল—আচ্ছা দাসী, তুই কেন এক কাজ কর না?

কি?

শহরে যাবি?

শহর কোথায় বাবু?

এই ধর—কলকাতা! যাবি?

যাব বাবু!

কি রে পঞ্চা যাবি?

পঞ্চা একগাল হাসিয়া বলিল—হিঁ! এল গাড়ীতে চড়ে কু ভ্যাঁস—কু ভ্যাঁস......

দাসী তাহার হাতটা ধরিয়া টানিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল।

অমল হাসিল। বলিল—শহরে গিয়ে কি করবি দাসী?

দাসী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—তা মুই কি জানি!

অমল একমিনিট চিন্তা করিয়া বলিল—দাসী, সত্যি করে বলবি, যা জিজ্ঞেস্ করব?

হুঁ।

আচ্ছা, সত্যি কি তুই জাতে ঠেকো হয়ে আছিস্!

হুঁ।

তোর বিয়ে থা হবে না।

না।

ঠিক জানিস্ ?

হুঁ। সবাই বলে।

আর তোর ভাই পঞ্চার ?

ওরও হবে না। ওর জন্যেই ত আমি জাতে ঠেলা।

অমল কি ভাবিতে লাগিল।

দাসী বলিল—লোকেরা মিছে করে' এই করেছে।

আচ্ছা, মিছে করে' করেছে যখন, তখন কখন-না-কখন তোদের সঙ্গে ভাব হ'লে মিথ্যেটাকে সত্যি করে দিতে ওরা পারে না ?

তা পারে বাবু!

তখন ত আবার তোরা জাতে চল্‌তে পারবি।

উঁ হুঁ—তা হবে না।

এই যে বল্লি ?

আমাদের জ্ঞাতি-কুটুম যে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে। যেখানে যত কটুমসাক্ষাৎ আমাদের আছে, সবাই জেনে গেছে।

অমল জিজ্ঞাসিল—তা হ'লে কোন আশাই নেই, কি বলিস্ ?

দাসী বলিল—না।

দুই তিন মিনিট সময় কাটিয়া গেল ; কেহ কোন কথা কহিল না।

তারপর অমল বলিল—দাসী খৃষ্টান হতে পারবি ?

খৃষ্টান!

হ্যাঁ।

হয়ে কি করতে হবে বাবু?

কিছু না—যেমন আছিস্, তেমনি থাকবি। শুধু হিন্দু আর থাকবিনে, খৃষ্টান বলবে সবাই।

সে বললে কি হবে?

কি আবার হবে—কিছু না!

দাসী ভাবিতেছিল, কিছুই যদি হইবে না, তবে খৃষ্টান হইয়া কি হইবে?

অমল বলিল—তখন আর মা-কালী দুর্গা, শিব এসব তোর ঠাকুর থাকবে না, যীশু প্রভু হবে। কেবল গির্জেয় গিয়ে যীশুকে ডাকবি!

যীশু কে? ঠাকুর?

হ্যাঁ—ঠাকুর বৈ-কি!

আর শিব, কালী দুর্গা, এদের ডাকব না।

না।

মন্দিরে যাব না?

না।

গেলে কি হবে?

অমল হাসিয়া বলিল—যেতে তোর ইচ্ছেই হবে না তখন।

দাসী আর কিছু বলিল না।

তখন আর কেউ তোর হাতের জল খাবে না দাসী !
—কথাটা বলিতে অমলের যথেষ্ট কষ্ট হইয়াছিল।

দাসী খুব সহজ ভাবেই বলিল—এখনই বা কোন যম খাচ্ছে ?

অমল বলিল—কেউ খায় না বুঝি ?

না।

অমল এক মিনিট পরে আবার বলিল—তোর মা-বাপের পিণ্ডি দিস্ ত, তা'ও যে হবে না দাসী !

কবেই বা দিই !

জাতে থাকলে দিতে পারতিস্ ?

পুরুত মশাই আমাদের ঘরে ঢোকে বুঝি ?

ঢোকে না ?

ইস্ !

দাসীর যেন লজ্জা সরম আর কিছুই ছিল না। সে যেন গাঁয়ে ঘরে তাহার পরিচিত ও সম শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই নিঃসঙ্কোচে কথা কহিয়া যাইতেছে।

মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল—ইস্! সেবার পঞ্চার অসুখের সময় পুরুত মশায়ের পা ধরে বলতে গেলুম; একটু চন্নামেরতো দেবার জন্যে, নাথি মেরে চলে গেল। তারপর মোর সামনেই পুকুরে নেবে চান করলে, আমি ছুঁইচি বলে! কেন—আমি কি হাড়ী, মেথর, মুদ্দফরাস যে আমায় ছুঁলে নাইতে হবে।—দাসীর

চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দেখিয়া অমলের মনখানি করুণার্দ্র হইয়া গেল।

বলিল—তবে ত সব সুখেই আছিস্ দেখ্‌ছি !

দাসী কথা কহিল না তাহার শ্যাম-মুখখানির দুই ধার তখন জলে ভাসিতেছিল। পঙ্কা সহরে যাইবার আনন্দে এতই অধীর হইয়া পড়িয়াছিল যে এ সময়ে দিদির কান্নাটা তাহার চোখে একটুও ভাল ঠেকিতেছিল না। সে ক্রমাগত দিদির পিঠে চিমটি কাটিয়া তাহাকে কান্না থামাইতে বলিতেছিল।

অমল বলিল—তাই চ দাসী কলকাতাই চ। সেখানে এক বুড়ো মিশনরী সাহেবের সঙ্গে আমার খুব ভাব আছে।

সাহেব ?

হাঁারে !"

ও-বাবা !

পঙ্কাও দিদির আঁচলের মধ্যে লুকাইতে চাহিতেছিল।

সাহেব বলে অত ভয় করতে হবে না। সে খুব ভাল সাহেব। বাঙ্গালায় কথা কয়; কত আদর করে। আমরা ছোট বেলা থেকে তার সঙ্গে কত হুড়োহুড়ি করেছি, কত খেলা করিছি। তাকে চোর করে কানামাছি না খেললে আমাদের খেলাই হত না। সাহেবও যেখানে যা ভাল

খাবার দাবার পেত আমাদের এনে দিত, আমরা খেতুম।

জাত যায় নি ?

না।

খৃষ্টানের খাবার খেলে জাত যায় না ?

তা যায়।

তবে ?

আমাদের যায় নি।

দাসী সকৌতুহলে বলিল—কেন ?

অমল হাসিয়া বলিল—বড় লোকের জাত যায় না।

এ কথার অর্থ দাসী বুঝিতে পারিল না, তবে সে সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্নও সে করিল না। কি লাভ হইবে তাহার সে কথা শুনিয়া ?

অমল বলিল—সেই সাহেবদের একটি আশ্রম আছে। অনাথ আশ্রম তার নাম। সেখানে আরও কত ছেলে-মেয়ে আছে, তোরা দু'ভাই বোনেও সেখানে থাকবি ; লেখা পড়া করবি, বেড়াবি, কত জিনিষ দেখ্‌বি, তার পর·····

দাসী আকুল আগ্রহে চাহিতে লাগিল।

তারপর তোর যদি কারু সঙ্গে ভালবাসা হয়ে যায়, তখন আশ্রম ছেড়ে গিয়ে বিয়ে থা করবি। কেমন ?

দাসীর শ্যামবর্ণ মুখখানিও এ কথায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; সে মাথাটা নামাইয়া লইল।

অমল বলিল—ঘর সংসার পাতবি, ছেলে-পুলে হবে, সেই বেশ, না ?

দাসী কথা কহিল না।

অমল কহিল—চুপ করে রইলি কেন রে দাসী ? ইচ্ছে নেই ?

দাসী কথা কহিল না।

তবে বুঝি তোর ইচ্ছে নেই ?

যাব।

যাবি ?

হ্যাঁ।

আজই যেতে পারবি—আমার সঙ্গে ?

হুঁ।

দাসী ঘাড় নাড়িল।

অমল বলিল—তবে একটা কথা জেনে রাখ দাসী, তখন আর তুই দাসী থাকবি নে। দাসী বদলে ডোজি টোজি কিছু নাম হয়ে যাবে তোর।

নামও বদলে যাবে ?

তাই ত শুনেছি। কেন নাম বদলাতে তোর অমত আছে ?

কিসের অমত !

নেই ত ! বেশ—ঘাগরা টাগরা পরে একটা ডোজি বিবি কি ডেইসি মেম হয়ে যাবি মন্দ কি ! সে ত ভালই হবে রে !

পঞ্চা সাত তাড়াতাড়ি বলিল—আমার কি হবে ?

তোর নাম ! তোর নামও প্যাঁক ট্যাঁকও একটা হয়ে যাবে।

আমিও ঘাগরা পরব ?

অমল হাসিয়া বলিল—তা পরিস্, পরবি !

অমল দাসীর দিকে ফিরিয়া বলিল—আজ যদি যেতে হয়, খাওয়া দাওয়া করেই বেরিয়ে পড়বি—বুঝলি ? ষ্টেশনে গিয়ে বসে থাকবি, আমার সঙ্গে সেখানেই দেখা হবে।

দাসী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আচ্ছা !

অমল এক মুহূর্ত্ত দাসীর মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—আচ্ছা দাসী, গাঁ ছেড়ে যেতে তোর কষ্ট হবে না ?

না।

মন কেমনও করবে না ?

কার জন্যে মন কেমন করবে ?

সত্যই ত মন তাহার কাঁদিবে কাহার জন্য ? কখনও কাহার স্নেহ পায় নাই, যত্ন পায় নাই, আদর পায় নাই, কেহ কখন মিষ্ট কথাটাও বলে নাই, আজীবন কষ্টই দিয়াছে, লাঞ্ছনাই করিয়াছে, যন্ত্রণাই দিয়াছে—কাহার জন্য মন কাঁদিবে ?

জন্মভূমি !

যেন মনে হয়, জন্মভূমি ছাড়িতে ছোটবড়, দীনদরিদ্র,

মূর্খপণ্ডিত সকলেরই মন কাঁদে! অমলের মনে আছে, তাহার মন কাঁদিত। সে যখন পাঠদ্দশায় কলিকাতায় ছিল তখন দেশের জন্য, প্রিয় জন্ম ভূমির জন্য তাহার প্রাণটা নিয়ত কাঁদিত। এই আকাশ, এই বাতাস, এই খোলা মাঠ প্রান্তর, ঐ পুকুর বন সব তাহাকে ডাক দিত। এই গৃহ, এই দেশের পরিচিত অপরিচিত নর-নারী সবাই তাহাকে আহ্বান দিত—অমলের প্রাণটা কাঁদিত! সেই জন্মভূমি ত ইহারও!

হয়ত জন্মের মত, এ জীবনের মত সে দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে, তবু কি মনটি তাঁহার কাঁদিবে না?

অমল এতখানি হৃদয়হীনতা যেন কল্পনাও করিতে পারিতেছিল না। দাসীরা আজই যাইতে প্রস্তুত জানিয়াও, তাই সে বলিল—দাসী, এবারেই যেতে না চাস্ যদি, দিনকতক পরেও যাওয়া যেতে পারে। তাই যাবি?

না। আজই যাব।

আজই?

হ্যাঁ।

অমলের মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য! দাসী ত নিশ্চিন্ত হইবে, সুখী হইবে—সে ত তাই চায়!

কিসের জন্মভূমি! জন্মভূমি তাহার প্রতি কি ন্যায়ই বা করিয়াছে।

দাসী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতেছিল—তাহ'লে—

"ঐ অক্ষয় আসছে। বস্।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তিনটা লোক-কে বন্দী করিয়া আনিবার আদেশ ছিল, কিন্তু অক্ষয় মাত্র একটি বিশ একুশ বছরের হৃষ্টপুষ্ট যুবককে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ছাদে উঠিল। যুবকটির চোখ দু'টা দিয়া যেন জ্বলন্ত আগুন ঠিকরিয়া পড়িতেছিল, তাহার বড় বড় চুলগুলা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, বুকটা যেন লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিতেছে

লোকটাকে দেখিয়া অমলের ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল: খুনীর মত চেহারাও বটে!'

দন্তে দন্ত চাপিয়া, অমল জিজ্ঞাসিল—আর ও'জন?

অক্ষয় দোষ অপরাধীর মত যে কথা বলিল, তাহার ভাবার্থ এই যে যাহাদের সে ধৃত করিয়া আনিতে গিয়াছিল, তাহাদের কাহাকেও আনিতে পারে নাই। না পারিয়া....

অমল অধৈর্য্য হইয়া চিৎকার করিল—এ কে?

অক্ষয় বলিল—এ নকুলো!

অমল দাসীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—এ ছিল?

দাসী বাম দিকে ঘাড় নাড়িল।

অমল বলিল—একে আস্তে কে বল্লে তোমায় ?

অক্ষয় সবিনয়ে কহিল—এ লোকটা তাহার বহিন গোরীকে আধ-মরা করিয়া মারিয়া ফেলিতেছিল, অক্ষয় সময়ে উপস্থিত হইতেই গোরীর প্রাণটা রক্ষা পাইয়াছে।

দাসী সবিস্ময়ে মুখ তুলিতেই নকুলের সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিয়া গেল ; দাসী চক্ষু নামাইয়া লইল।

কা'কে আধমরা করেছে ?

গোরীকে !

গোরীকে ! যে গোরী...

দাসী ঘাড় নাড়িল।

অমল জিজ্ঞাসিল—গোরীকে তুই মেরেছিস্ ?

হাঁ !

কেন মারলি ?

সে কেন আমার দাস্নুকে মেরেছে !—বলিয়া লোকটা একমুহূর্ত্ত থামিল ; তারপর বলিল—কাল আতে যে আমি গাঙ্গে মাছ ধরতে গেছলুম, নইলে দেখাতুম একবার আমার দাস্নুর গায়ে হাত দেওয়ার ফলটা !

লোকটা দাঁতে দাঁত চিবাইতে লাগিল।

বার বার 'আমার দান্নু' শুনিয়া অমলের কেমন সন্দেহ হইল, বলিল—দাসী তোর কে ?

লোকটা একবার দাসীর দিকে চাহিল, তারপর গাঢ়-স্বরে বলিল—ও আমার সব !—বলিয়াই আবার দাসীর

মুখের পানে চাহিয়া বলিল—দাসু, আমি বিয়ে করব! বাবাকে বলিছি।

এ-কথার কি উত্তর দাসী দেয় শুনিবার জন্যই অমল সাগ্রহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, দাসী উত্তর দিল না বটে, কিন্তু দাসীর মুখের উপর লজ্জার যে একটা সুনিবিড় ভাব-তরঙ্গ লীলায়িত হইয়া উঠিল, সর্বাঙ্গে লজ্জার আরক্তিম ছায়া সুপ্রকাশ হইয়া পড়িল, অমলের দৃষ্টিতে তাহা এড়াইল না।

এ-কথাটার যেন ঐখানেই শেষ হইয়া গিয়াছে, এই ভাবেই সে অক্ষয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—আন্দে আর সেই রাইমণি মাগী, তারা কোথায় গেল?

আন্দে পালিয়েছে, রাইমণির ঘরে চাবি দেওয়া।

অমল গর্জিয়া উঠিল,—পালাবে কোথায়? তাকে চাই অক্ষয়, যেখানে পাও, দু'জনকেই হাজির করতে হবে।

দাসী করুণ-কণ্ঠে কহিল—আর তাদের দরকার নেই বাবু!

অমল বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

দাসী সকাতরে কহিল—ও যা বল্‌ছে...

কে?

ও—বলিয়া দাসী মাথা নীচু করিল।

অমল বুঝিল। বলিল—তা' হলে আর তুই যাবি নে ত দাসী?

না।

ধৃত লোকটা সগর্বে কহিল—ও কোথা যাবে হুজুর ; তিন বছর আমাকে কেবল বলছে বিয়ে কর, বিয়ে কর ! মোর বাবা এতদিন্ রাজী হয় নি বলেই আমি করতে পারি নি বাবু ! গরীব লোক, রোজগার পাতি নেই..

অমল জিজ্ঞাসিল—এখন রোজগার পাতি হ'বে ?

নকুল কুণ্ঠিতস্বরে কহিল—আমরা গরীব লোক হুজুর, বেশী রোজগার পাতি আর কোথেকে হবে—বলুন হুজুর ! একখানা ডিঙ্গে পেইছি, গাঙ্গে মাছ আছে, গরীব লোকের সংসার, তাইতেই একরকম চলে যাবে।

অমল সাশ্চর্য্যে সানন্দে দেখিল, দাসী নিবিষ্ট-চিত্তে কথাগুলা শুনিতেছিল ; নকুলের কথা শেষ হইতেই তাহার তন্ময়তা ঘুচিয়া গেল ; হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল, জমিদারের চোখের পানে—দাসী লজ্জায় মরিয়া গেল।

অমল, তেপায়ার উপর হইতে হারগাছি তুলিয়া আলগোছে দাসীর গলায় ফেলিয়া দিয়া বলিল—আর ত হার নিতে ভয় নেই দাসী, নে ! খুলে দাও একে অক্ষয়।

তাহারা দুইজনে নত হইয়া প্রণাম করিল।

অমল জেলার পুলিস সাহেবকে পুরাণচকের ডাকাতি সম্বন্ধে ঝটিতি তদন্ত করিতে তার পাঠাইয়া সেইদিনই রাত্রের গাড়ীতে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

* * * * *

মাস তিনেক পরে অমলের জননী একটি দশম বর্ষীয়া বালিকাকে পুত্রবধূ করিয়া ঘরে তুলিলেন ; অমল জেলার বহু লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। তাহাদেরই কেহ চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয় করিয়া গিয়া খবরের কাগজে এই খবরটা ছাপাইয়া দিল।

বাল্য-বিবাহ।

এক ষোড়শ বর্ষীয় জমিদার পুত্রের বিবাহ হইয়া গেল ; নববধূর বয়স মাত্র দশ। দেশ হইতে বাল্য বিবাহ উঠিয়া যাইতেছে বলিয়া শুনা গিয়াছিল, কিন্তু সম্ভ্রান্ত ঘরের এই কাণ্ড দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। হায় হায়! দেশটা উৎসন্ন গেল! * * * * গরীব দুঃখীর ঘরে হইলে কথা ছিল না, কিন্তু... ..হায়! হায়...... ..অমল কাগজখানা অন্তঃপুরে মা'র কাছে পাঠাইয়া দিল।

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

মূল্যবান্ সংস্করণের মতই—

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই—সর্বাঙ্গসুন্দর।

—আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকদের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, আশাও করেন নাই, আমরাই ইহার ...ম প্রবর্ত্তক। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহ... ...ন সৃষ্টি। বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ...কই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মহান্ উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব ...আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি।

মফঃস্বলবাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রী করা হয়, গ্রাহকদিগের নিকট ...প্রকাশিত পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়। পূর্ব্ব প্রকাশিতগুলি এক সঙ্গে ...পত্র লিখিয়া, সুবিধানুযায়ী, পৃথক্ পৃথকও লইতে পারেন।

ডাকবিভাগের নূতন নিয়মানুসারে মাশুলের হার বর্দ্ধিত হওয়ায়, গ্রাহক-...দের প্রতি পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে ৵৹ লাগিবে। অ-গ্রাহকদিগের ...৹ লাগিবে।

গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, "গ্রাহক-নম্বর" সহ দিতে হইবে।

প্রতি বাঙ্গালা মাসে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়,—

১। অভাগী (৭ম সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।
২। ধর্ম্মপাল (৩য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।
৩। পল্লীসমাজ (৬ষ্ঠ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪। কাঞ্চনমালা (২য় সং)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ।
৫। বিবাহ-বিপ্লব (২য় সং)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।
৬। চিত্রালী (২য় সং)—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি-এ।